

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা

দ্বিতীয় শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
রিটন কুমার বড়ুয়া
অনুপম বড়ুয়া
শিপ্রা বড়ুয়া
মোহা: মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

৬৯-৭০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ: , ২০২৪

ছবি ও অলংকরণ

তানিমা ইসলাম

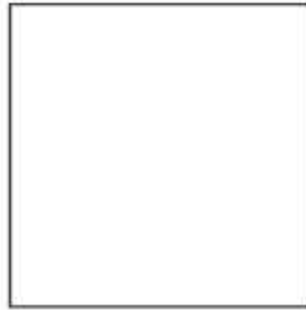
উজ্জয়িনী উৎসা

গ্রাফিক ডিজাইন

কে এম ইউছুফ আলী

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১০’ প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। যুগের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে ও সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)- এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, সক্রিয় শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য করার জন্য সকল পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে শিক্ষক সহায়িকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যিকীয় বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রচিত ‘বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষক সহায়িকা’ গ্রন্থে নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠের শিক্ষা উপকরণ, পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য পারদর্শিতার সূচক ও স্ট্যান্ড সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকাটিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সহবস্থান এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল আছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সংযোজিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় শ্রেণির ‘বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষক সহায়িকা’ গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। লেখক, যৌক্তিক মূল্যায়নকারী, শিল্প নির্দেশক, সমন্বয়ক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহায়তাকারীদের অবদান পাঠ্যপুস্তকটিকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকাশনা যন্ত্রনির্ভর কাজ। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্ছাতি থাকতে পারে। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সারণি - ১

চেক লিস্ট

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	বিবেচ্য বিষয়	টিক (✓) দিন
শ্রদ্ধা	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়িয়েছে	
	বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কুশল বিনিময় করেছে	
	শ্রেণিকক্ষে নিয়ম মেনে চলেছে	
	অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিপূর্ণ আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে	
	সহপাঠীদের সাথে কটুকথা বলা থেকে বিরত থেকেছে	
	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সহপাঠীর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন বা প্রকাশ করেনি	
	শিক্ষক ও সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রদ্ধা ও ভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে	
সত্যতা ও সত্যবাদিতা	বিনা অনুমতিতে শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর জিনিস নেয়নি	
	শ্রেণিকক্ষে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস শ্রেণি শিক্ষক বা শ্রেণি প্রতিনিধির নিকট জমা দিয়েছে	
	প্রদেয় কাজ করতে না পারার সত্যিকারের কারণ বলেছে	
	শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে সত্যকথা বলেছে	
পরমতসহিষ্ণু	প্রদেয় কাজ অন্যকে অনুকরণ না করে নিজেই করেছে	
	অন্যের মতামত/যুক্তি ধৈর্য সহকারে শুনেছে	
	অন্যের মতামত উপস্থাপনের সময় নীরবতা পালন করেছে	
	পাঠ সংশ্লিষ্ট নয় কিন্তু প্রাসঙ্গিক এমন বিষয়ও মনোযোগ সহকারে শুনেছে	
	নিজের মতামত প্রদানের সময় অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেনি	
সদাচার	নির্বাচিত শ্রেণি প্রতিনিধিকে মান্য করেছে	
	আচার, আচরণ ও ব্যবহারে ভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে	
	নীতি নৈতিকতা অনুসরণ করেছে	
	প্রদত্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করেছে	
	অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে	
সহমর্মিতা	শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছে	
	শ্রেণি কার্যক্রমে সহপাঠীদের সহযোগিতা করেছে	
	সহপাঠীর অসুস্থতায় সহযোগিতা ও সেবা করেছে	
	পিছিয়ে পড়া সহপাঠীকে শিখনে সহযোগিতা করেছে	
	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সহপাঠীকে সহযোগিতা করেছে	

পরোপকার	সহপাঠীদের নানাভাবে (কলম, পেনসিল, পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে) উপকার করেছে	
	সহপাঠীকে পূর্ব দিনের কাজ বুঝিয়ে দিতে দেখা গেছে	
	সহপাঠীকে শিক্ষকের নির্দেশনা বুঝিয়ে দিয়েছে	
	পাঠ তৈরিতে দুর্বল শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করেছে	
	বিষয় আলোচনার সময় একে অপরকে সাহায্য করেছে	
উদারতা	শ্রেণি কার্যক্রমে সহপাঠীদের সহযোগিতা করেছে	
	অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে	
	অন্যধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করেছে	
	অন্যধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের আচার-অনুষ্ঠান ও মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল	
	সহপাঠী/বন্ধুর অসুবিধায় সাহায্য করে	
ভালো-মন্দ	ভালো কাজে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে	
	মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থেকেছে	
	শ্রেণিকক্ষের জিনিসপত্র নিজে গুছিয়ে রেখেছে এবং সহপাঠীকে গুছিয়ে রাখতে উৎসাহিত করেছে	
	সহপাঠীদের মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছে	
	কেউ মনে কষ্ট পায় এমন আচরণ করেনি	
	শ্রেণিকক্ষে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে	
ন্যায়- অন্যায়বোধ	ন্যায় কাজ করতে দেখা গেছে	
	সহপাঠীদের কেউ ভুল বা অন্যায় করলে বাধা দিয়েছে	
	ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য বুঝে অন্যায় কাজ হতে বিরত থেকেছে	
	না বলে সহপাঠীর জিনিসপত্র ধরেনি	
দেশপ্রেম	শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের প্রতি যত্নশীল	
	পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে যত্নশীল	
	নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সর্বদা সচেতন	
	রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে উৎসাহ সহকারে যোগদান করে	
	দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে ও রক্ষা করতে বিশেষভাবে আগ্রহী	

সাধারণ নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) অনুসরণে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা আরো আকর্ষণীয় ও শিক্ষার্থী বান্ধব করা হয়েছে। এতে অভিজ্ঞতামূলক শিখনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন।

১. প্রতি পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।
২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।
৩. শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।
৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।
৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।
৬. পাঠদানের সময় শিক্ষক সহায়িকার প্রতি পাঠের শেষে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।
৭. পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বেই সংগ্রহ বা তৈরি করবেন। উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
৮. পাঠসংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-
 - শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিপাঠের সময় আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
 - শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন। দুর্বল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেবেন।

- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- একক/দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৮. শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক [Performance indicator (PI)] ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।
৯. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনরায় মূল্যায়ন করবেন।
১০. শিক্ষক পাঠদানের সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Inter-disciplinary Approach) অনুসরণ করে [যেমন: শব্দভাণ্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, অঙ্কন দক্ষতা, সূত্র ও স্কুল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
১১. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠসংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।
১২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পূর্বেই পাঠের সময় বিভাজন করবেন। পাঠের সময় বিভাজনের নমুনা: [মোট সময় ৫০ মিনিট হলে, ভূমিকা (পূর্বপাঠের আলোচনা ও পূর্বজ্ঞান যাচাই): ৫ মিনিট; মূল পাঠ উপস্থাপন ও মূল্যায়ন: ৪০ মিনিট, উপসংহার: ৫ মিনিট]
১৩. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা মিলিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পাঠ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সিন্ধুগোত্র	৩	১-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিশরূপ	৩	১২-২২
তৃতীয় অধ্যায়	কুশল ও অকুশল কর্ম	৩	২৩-৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	দান	৩	৩৪-৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	জাতক	৩	৪৫-৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	বৌদ্ধ খের-খেরী	৩	৫৫-৬৫
সপ্তম অধ্যায়	পূজা ও উৎসব	৪	৬৬-৮১
অষ্টম অধ্যায়	বুদ্ধ ও প্রকৃতি	৩	৮২-৯২
স্ট্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল			৯৩

প্রথম অধ্যায়

সিদ্ধার্থ গৌতম

এ অধ্যায়ে যা আছে –

- সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন।
- সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবে দয়া।
- সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের আদর্শ গুণাবলি।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তকের বাল্যজীবনের আদর্শ জেনে তা নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পারা।

শিখনফল

- ১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন বর্ণনা করতে পারবে।
- ১.১.২ হলকর্ষণ উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ১.১.৩ সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবে দয়ার আদর্শ বা ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
- ১.১.৪ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের গুণাবলি বলতে পারবে।
- ১.১.৫ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের গুণাবলি জেনে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ (নিজ জীবনে) অনুশীলনে আগ্রহী হতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ : ১

পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন

শিখনফল

- ১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন বর্ণনা করতে পারবে।
 ১.১.২ হলকর্ষণ উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: হলকর্ষণ উৎসব এবং উৎসবে সিদ্ধার্থের ধ্যানমগ্ন ছবি, শিক্ষকের অধীনে সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষার ছবি

বিষয়বস্তু: আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামক এক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে শাক্য নামের এক জাতি বাস করত। শাক্য জাতির রাজা ছিলেন শুশোধন এবং রানী ছিলেন মহামায়া। সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন তাঁদের সন্তান। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করায় সিদ্ধার্থ গৌতমকে শাক্যানন্দন এবং শাক্যসিংহও বলা হয়। জন্মের পর ঋষি অসিত কুমার সিদ্ধার্থকে প্রাসাদে দেখতে এলেন। তিনি কুমারকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, “মহারাজ! আপনার এই সন্তান সংসার ত্যাগ করে জগৎপূজ্য বুদ্ধ হবেন। জগতে ধর্ম প্রচার করবেন। সেই ধর্ম অনুসরণ করে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করবে।” একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে শুনে রাজা শুশোধনের মন দুঃখে ভরে গেল। কুমার সিদ্ধার্থের মনে যাতে বৈরাগ্যভাব উদয় না হয় সেজন্য রাজা শুশোধন সবসময় তাঁকে আনন্দঘন পরিবেশে রাখার চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন উৎসবে নিয়ে যেতেন। প্রাচীনকালে ভারতে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে চাষাবাদ শুরু করা হতো।



চিত্র-১: হলকর্ষণ উৎসব এবং ধ্যানমগ্ন কুমার সিদ্ধার্থ

এই উৎসব ‘হলকর্ষণ উৎসব’ নামে পরিচিত। ছোটো, বড়ো, ধনী, গরীব সকল মানুষ এই উৎসবে যোগদান করতেন। নাচে, গানে, উৎসব পালিত হতো। রাজা জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে উৎসব শুরু করতেন। একদিন রাজা শুশোধন কুমার সিদ্ধার্থকে হলকর্ষণ উৎসবে নিয়ে যান। হলকর্ষণ উৎসব শুরু হলে কুমার দেখলেন পাখি ও ব্যাঙগুলো জীবিত এবং মৃত কীটপতঙ্গ ধরে ধরে খাচ্ছে। আবার সাপ এসে ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে এবং বড়ো বড়ো পাখি এসে সাপ ধরে খাচ্ছে। এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করে খেতে দেখে কুমারের মন অস্থির হয়ে উঠল। তখন কুমার ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রাণীদের দুঃখের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। উৎসব শেষে রাজা শুশোধন কুমারকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যান।



চিত্র-২: রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিদ্যাশিক্ষা

কৈশোরে পা দিলে রাজা শুদ্ধোধন কুমারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজ্যের বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বমিত্রকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কুমার সিদ্ধার্থ ছিলেন খুবই মেধাবী। শিক্ষক বর্ণমালা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কুমার সিদ্ধার্থ প্রতিটি বর্ণমালা দিয়ে একটি করে নীতিবাক্য বলতেন। শিক্ষক প্রথমদিনে কুমারের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন। ক্রমে কুমার সিদ্ধার্থ ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাসাশ্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ঘোড়দৌড়, রথচালনা, তিরধনুক চালনা, অস্ত্রচালনা, শিকার করা প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধবিদ্যায় তাঁকে পরাজিত করতে পারে এমন কেউ ছিলেন না। এভাবে রাজপুত্রের শিক্ষণীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে কুমার কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য গৌতম বুদ্ধের ছবি প্রদর্শন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন
 - এই ছবিটি কার?
 - তাঁর পিতা-মাতার নাম কি?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্পর্কে জানব। সিদ্ধার্থ গৌতম কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সিদ্ধার্থকে দেখে স্বাষি অসিত কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? হলকর্ষণ উৎসব কী? হলকর্ষণ উৎসবে গিয়ে কুমার সিদ্ধার্থ কী দেখতে পেয়েছিলেন? কৈশোরে পদার্পণ করলে সিদ্ধার্থ গৌতম কী কী বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন:

- সিন্ধুগোত্রের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে সিন্ধুগোত্রের জন্মের ছবি, হলকর্ষণ উৎসব ও উৎসবে সিন্ধুগোত্রের ধ্যানমগ্ন ছবি এবং শিক্ষকের অধীনে সিন্ধুগোত্রের বিদ্যাশিক্ষার ছবি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। অতঃপর ছবি দেখে সিন্ধুগোত্রের বাল্যজীবন সম্পর্কে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দেবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগতকাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: গল্প বলা ও তালিকা তৈরি করা

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন:

সিন্ধুগোত্রের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দিন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সত্যিখন্দের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- সিন্ধুগোত্র কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
- সিন্ধুগোত্রকে দেখে ঋষি অসিত কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?
- হলকর্ষণ উৎসব কী?
- হলকর্ষণ উৎসবে গিয়ে কুমার সিন্ধুগোত্র কী দেখতে পেয়েছিলেন?
- কৈশোরে কুমার সিন্ধুগোত্র কী কী বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন?

১৩। আলোচনা শেষে দলের প্রতিনিধিকে কুমার সিন্ধুগোত্রের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন গল্পাকারে বলতে বলবেন। দলের অন্য সদস্যগণ প্রতিনিধিকে সহযোগিতা করতে পারবে।

১৪। দুটি দলের মধ্যে একদলকে কুমার সিন্ধুগোত্রের শেখা সাধারণ বিদ্যা ও অপর দলকে যুগ্মবিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে তালিকা তৈরি করবেন। তালিকাটি সবাইকে সম্মুখে উচ্চারণ করে বলতে বলবেন।

সাধারণ বিদ্যা	যুগ্ম বিদ্যা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

১৫। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজকে আমরা জানলাম: কুমার সিদ্ধার্থ ছিলেন শাক্যবংশের সন্তান। হলকর্ষণ উৎসবে তিনি দেখলেন এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করে খাচ্ছিল। তা দেখে কুমারের মন অস্থির হয়ে ওঠে। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রাণীদের দুঃখমুক্তির কথা চিন্তা করতে থাকেন। ক্রমে কুমার সিদ্ধার্থ কৈশোরে পা দিলে রাজ্যের বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বমিত্র এর অধীনে অল্প দিনের মধ্যেই রাজপুত্রের শিক্ষণীয় সকল বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন।

১৬। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৮। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিদ্ধার্থের বালা জীবনের আদর্শ অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ২

পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন দয়া

শিখনফল

১.১.৩ সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন দয়ার আদর্শ বা ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: ১। সিদ্ধার্থ, দেবদত্ত ও তিরবিম্ব হংসের ছবি ২। হরিণ শিকারের ছবি

বিষয়বস্তু: ক) সিদ্ধার্থ ও রাজহংস: একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদের উদ্যানে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন। তখন শরৎকালের সুন্দর মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। মেঘের সঙ্গে অনেক রাজহংসকে মনের সুখে আকাশে উড়তে দেখে কুমার খুবই প্রীত হলেন। এমন সময় হঠাৎ তিরবিম্ব একটি রক্তাক্ত রাজহংস তাঁর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যন্ত্রণা কাতর হংসটি দেখে কুমারের দয়ালু মন বেদনায় ভরে গেল। কুমার পরম আদরে হংসটি কোলে তুলে নিলেন এবং সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুললেন।



চিত্র-৩: রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবন দয়া

এমন সময় তিরধনুক হাতে কাকাতো ভাই দেবদত্ত এসে উপস্থিত হলেন। সিদ্ধার্থের কোলে হংসটি দেখে দেবদত্ত বললেন, “ভাই সিদ্ধার্থ! হংসটি আমি তিরবিম্ব করেছি, তাই হংসটি আমার। আমার হংস আমাকে ফিরিয়ে দাও।” দেবদত্ত হংসটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সিদ্ধার্থ বললেন, “ভাই দেবদত্ত! তুমি কত নিষ্ঠুর। খেলার ছলে হংসটিকে আহত করেছ। তোমার যেমন প্রাণ আছে, তেমনি হংসটিরও প্রাণ আছে। তোমাকে আঘাত করলে তুমি যেমন কষ্ট পাও, তেমনি হংসও কষ্ট পায়।” দেবদত্ত পুনরায় হংসটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সিদ্ধার্থ বললেন, “হংসটিকে আমি সেবায়ত্ন করে বাঁচিয়েছি। তাই এখন এ হংস আমার।” একথা শুনে দেবদত্ত খুবই রাগ করলেন। তখন সিদ্ধার্থ বললেন, “ভাই দেবদত্ত! অকারণে প্রাণী হত্যা করা অন্যায়। প্রাণী হয়ে প্রাণী হত্যা অবিচার। আমি তোমাকে শাক্য রাজ্যের অধিকার দিতে পারব। কিন্তু এই হংস দিতে পারব না।” অতঃপর তিনি হংসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে হংসটি মনের সুখে আকাশে উড়ে গেল।

খ) **সিদ্ধার্থের হরিণ শিকারে গমন:** আর একদিন বন্ধুরা কুমার সিদ্ধার্থকে হরিণ শিকারে নিয়ে যান। তাঁরা দূর থেকে দেখলেন অনেকগুলো হরিণ মনের সুখে এদিক সেদিক বিচরণ করছে এবং তৃণ ভক্ষণ করছে। হঠাৎ একটি হরিণ শিশু সিদ্ধার্থের খুব কাছে এসে খেলা করছিল। হরিণ শিশুটি দেখে সিদ্ধার্থ খুবই প্রীত হলেন এবং হরিণ শিশুটির প্রতি তাঁর মনে খুবই মায়া জন্মালো। কিন্তু হরিণটি কুমারের বন্ধুদের হাতে তিরধনুক দেখতে পেয়ে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। বন্ধুরা হরিণ শিশুটিকে দেখে তিরবিম্ব করতে যাচ্ছিল। এমন সময় কুমার সিদ্ধার্থ দ্রুত হরিণটিকে বুক জড়িয়ে ধরলেন এবং বন্ধুদের তিরধনুক মাটিতে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। তিনি হরিণ শিশুটিকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। হরিণ শিশুটি প্রাণে রক্ষা পেয়ে পরম আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে বনের গভীরে চলে গেল। হরিণটি হত্যা করতে না পেরে বন্ধুরা খুবই রাগ করলেন। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থ খুবই প্রীত হলেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন জীবে দয়া বলতে কী বুঝ?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সিদ্ধার্থের জীবে দয়া সম্পর্কে জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবে দয়া সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে সিদ্ধার্থ ও রাজহংসের ছবি এবং সিদ্ধার্থের হরিণ শিকারের ছবি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবি দেখে জীবের প্রতি দয়াশীল এবং নিষ্ঠুর আচরণ কারা করছে সে সম্পর্কে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দেবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত/জোড়ায় কাজ: ভূমিকাভিনয়

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ও দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন

- ‘সিম্ধার্থ ও রাজহংস’ কাহিনির নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য প্রতিটি জোড়াকে ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবেন। জোড়ার একজনকে সিম্ধার্থ, অন্যজনকে দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। হংসের একটি প্রতিক্রিয়া (replica) তৈরি করবেন। কীভাবে অভিনয় করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রতিটি জোড়াকে ৪-৫ মিনিট নির্দেশিত অভিনয় চর্চা করতে বলবেন।
- পুনরায় ‘সিম্ধার্থের হরিণ শিকারে গমন’- কাহিনির নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য দলগুলোকে প্রস্তুতি নিতে বলবেন। দলের একজনকে সিম্ধার্থ, অন্যদের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। হরিণ এবং তিরধনুকের প্রতিক্রিয়া তৈরি করবেন। অতঃপর কীভাবে অভিনয় করতে হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রতিটি দলকে ৪-৫ মিনিট নির্দেশিত অভিনয় চর্চা করতে বলবেন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে জোড়ায় ও দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজকে আমরা জানলাম:

১ম কাহিনি: দেবদত্ত হংসটিকে তিরবিম্ব করে আহত করেছিল। সিম্ধার্থ সেবা-যত্ন করে হংসটি সুস্থ করে তুলেছিল। জীবের প্রতি দেবদত্তের আচরণ ছিল নিষ্ঠুর, অপরদিকে সিম্ধার্থের আচরণ ছিল দয়ালু।

২য় কাহিনি: হরিণ শিশুটি দেখে সিম্ধার্থের খুব মায়া হলো। বন্ধুরা তাঁকে হরিণ শিশুটি শিকারের অনুরোধ করলেও তিনি শিকার করেননি। অপরদিকে বন্ধুরা যখন হরিণ শিশুটির প্রতি তির ছুঁড়তে যাচ্ছিল তখন সিম্ধার্থ হরিণ শিশুটি বুকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করল। এই কাহিনিতেও জীবের প্রতি সিম্ধার্থের দয়াশীল আচরণ এবং বন্ধুদের নিষ্ঠুর আচরণ লক্ষ করা যায়।

১৩। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন। উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৪। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৫। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিম্ধার্থের বাল্যজীবনের আদর্শ অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করুন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের আদর্শ গুণাবলি

শিখনফল

- ১.১.৪ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের গুণাবলি বলতে পারবে।
 ১.১.৫ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের গুণাবলি জেনে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ (নিজ জীবনে) অনুশীলনে অগ্রহী হতে পারবে।

উপকরণ: সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের ছবি, অডিও-ভিডিও, সিদ্ধার্থ গৌতমের গুণাবলির চার্ট

বিষয়বস্তু: সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অনেক মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গুণকথা কপিলাবস্তু রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দর আচার-ব্যবহারের জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং রাজপ্রাসাদের সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকালের কিছু সুন্দর গুণাবলি তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে

১. সাধারণ জীবনযাপন করতেন।
২. সর্বদা সত্যকথা বলতেন।
৩. সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন।
৪. গুরুজনকে ভক্তি করতেন।
৫. স্বল্পভাষী এবং শান্ত স্বভাবের ছিলেন এবং
৬. প্রাণীদের প্রতি সব সময় সদয় আচরণ করতেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - সৎ (ভালো) গুণাবলি কী?
 - কয়েকটি সৎ গুণাবলির উদাহরণ বলো।
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন বা উত্তর বলে দেবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

- আজ আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকালের আদর্শ গুণাবলি সম্পর্কে জানব। তিনি কেমন জীবনযাপন করতেন? সকলের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন? গুরুজনদের প্রতি কেমন আচরণ করতেন? তাঁর স্বভাব কেমন ছিল? এবং প্রাণীদের প্রতি কেমন আচরণ করতেন? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন:

- সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে কী রূপ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন? অথবা সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকালের গুণাবলি সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনের সং বা আদর্শ গুণাবলি সম্পর্কে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন:

'সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের আদর্শ গুণাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা চিন্তা করেছে তা দলে আলোচনা করতে বলবেন। ২-৪ মিনিট সময় দেবেন।'

১০। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- সিদ্ধার্থ বাল্যকালে কেমন জীবনযাপন করতেন?
- তিনি সকলের সঙ্গে কেমন ব্যবহার ও আচরণ করতেন?
- তাঁর স্বভাব কেমন ছিল?
- প্রাণীদের প্রতি তিনি কেমন আচরণ করতেন?

১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৩। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বর্ণিত গুণাবলি বোর্ডে লিখবেন।

১৪। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে সাধারণ জীবনযাপন করতেন; সর্বদা সত্যকথা বলতেন; সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন; গুরুজনকে ভক্তি করতেন; স্বল্পভাষী ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন এবং প্রাণীদের প্রতি সর্বদা সদয় আচরণ করতেন।

১৫। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের যথার্থতা যাচাই করবেন।

১৬। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৭। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবনের গুণাবলি অনুসরণের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

সিদ্ধার্থ গৌতম

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তকের বাল্যজীবনের আদর্শ জেনে তা নিজ জীবনে অনুসরণে আগ্রহী হতে পারা।	PI-1	08.02.01.01 বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশপরিচয় ও বাল্যজীবনের আদর্শ সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশের পরিচয় ও বাল্যজীবনের আদর্শ সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করতে পেরেছে।	বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশের পরিচয়সহ বাল্যজীবনের আদর্শ উদ্ভূত হয়ে তা নিজ জীবনে অনুসরণের আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক সিদ্ধার্থ গৌতমের বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবনের আদর্শ নিজ জীবনে অনুসরণের আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিশরণ

এ অধ্যায়ে যা আছে—

- ত্রিশরণ
- ত্রিশরণ আবৃত্তি ও গ্রহণের নিয়ম
- ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল

অর্জন উপযোগী ঘোষণা

- ১.১ নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার সম্পর্কে ধারণা লাভপূর্বক নিজ ধর্মের বিধি-বিধান অনুশীলনে উৎসাহী হতে পারা।

শিখনফল

- ১.২.১ ত্রিশরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.২.২ পালিতে ত্রিশরণ আবৃত্তি করতে পারবে।
১.২.৩ ত্রিশরণের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।
১.২.৪ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।
১.২.৫ ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল জেনে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠ শিরোনাম: ত্রিশরণ

শিখনফল

১.২.১ ত্রিশরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: বুদ্ধ, ধর্মগ্রন্থ (ত্রিপিটক) ও ভিক্ষুসংঘের ছবি, বৌদ্ধ ভিক্ষুর সামনে ত্রিশরণ গ্রহণরত শিশুদের ছবি বা পোস্টার চিত্র, অডিয়ো-ভিডিও

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধরা প্রতিদিন ত্রিশরণ গ্রহণ করেন। ‘ত্রি’ শব্দের অর্থ হলো ‘তিন’। আর ‘শরণ’ শব্দের অর্থ হলো আশ্রয়। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে একত্রে ত্রিরত্ন বলে। ত্রিরত্নের গুণ অসীম। তাই বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দুবেলা ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ এবং সংঘের শরণ গ্রহণকে ত্রিশরণ বলে। বুদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণকে উত্তম শরণ বলেছেন। তাই শ্রদ্ধাচিহ্নে সকলের ত্রিশরণ গ্রহণ করা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠ শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। শিক্ষার্থীরা পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন
 - তোমরা প্রতিদিন বাড়িতে কী কী বন্দনা করো?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ২-৩ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন বা উত্তর বলে দেবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিত্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ত্রিশরণ সম্পর্কে জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - ত্রিশরণ কী বা ত্রিশরণ সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

বোর্ডে বুদ্ধ, ধর্মগ্রন্থ ও সংঘের ছবি বা ত্রিশরণ গ্রহণ করছে এরূপ ছবি বুলাবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এরপর ছবির দৃশ্যপট সম্পর্কে দুই/তিন মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে কাজটি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে কাজটি বুঝিয়ে দেবেন। সময় শেষে

৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলীয় কাজ: ধারণা চিত্র



- ৮। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। উপরের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। চিত্রটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? দলে আলোচনা করতে বলবেন।
আলোচনার জন্য ২-৪ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন।
- ১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে প্রত্যেক দলের প্রতিনিধিকে চিত্রের বিষয় সম্পর্কে বলতে (উপস্থাপন করতে) বলবেন।
- ১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সত্যির্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন
 - বৌদ্ধরা প্রথমে কার শরণ গ্রহণ করেন?
 - এরপর কার 'শরণ' গ্রহণ করেন?
 - শেষে কার 'শরণ' গ্রহণ করেন?

১৪। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন:

- আমরা আজ জানলাম: বৌদ্ধরা প্রতিদিন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন। এই তিনটি শরণকে ত্রিশরণ বলে। বুদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণকে উত্তম শরণ বলেছেন। তাই শ্রদ্ধাচিহ্নে সকলের প্রতিদিন ত্রিশরণ গ্রহণ করা উচিত।

১৫। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৬। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৭। পরিশেষে পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং প্রতিদিন ত্রিশরণ গ্রহণের উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ২

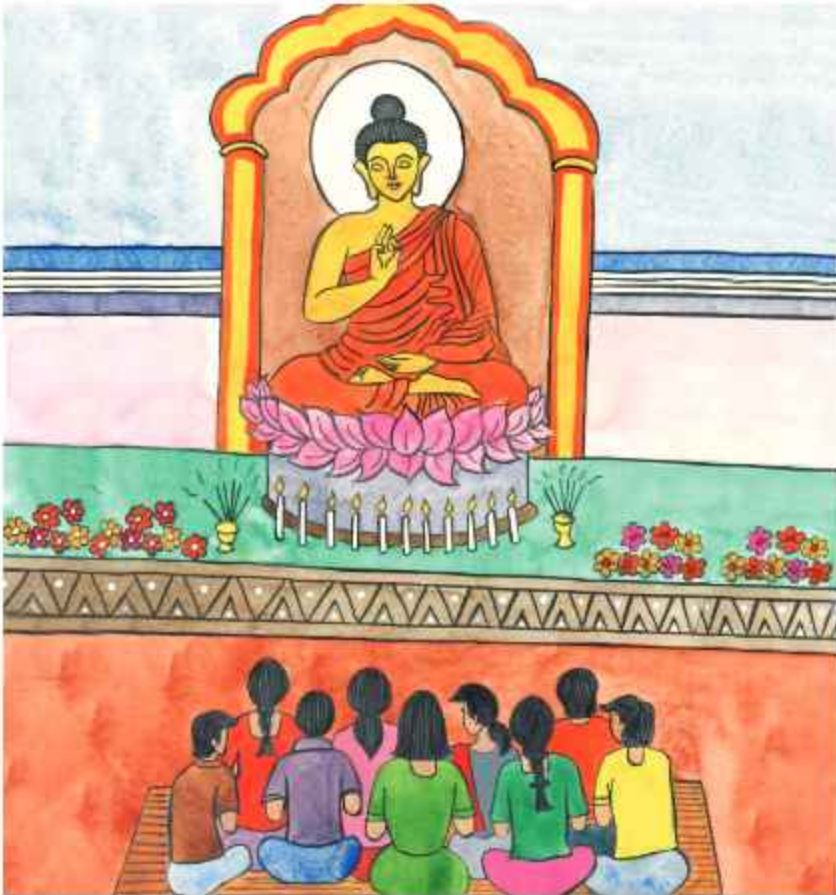
পাঠ শিরোনাম: ত্রিশরণ আবৃত্তি ও গ্রহণের নিয়ম

শিখন ফল

- ১.২.২ পালিতে ত্রিশরণ আবৃত্তি করতে পারবে।
- ১.২.৩ ত্রিশরণের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।
- ১.২.৪ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম বলতে পারবে।

উপকরণ: বুদ্ধমূর্তির সামনে বা বৌদ্ধ বিহারে মাতা-পিতার সাথে শিশুদের ত্রিশরণ গ্রহণের ছবি, অডিয়ো-ভিডিয়ো

বিষয়বস্তু



চিত্র-৪: ত্রিশরণ গ্রহণ করছে

পালিতে ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
 ধম্মং সরণং গচ্ছামি
 সংঘং সরণং গচ্ছামি ।

দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
 দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি
 দুতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি ।

ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
 ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি
 ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি ।

বাংলায় ত্রিশরণ

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
 আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
 আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি ।
 দ্বিতীয়বারও আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
 দ্বিতীয়বারও আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
 দ্বিতীয়বারও আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি ।

তৃতীয়বারও আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি
 তৃতীয়বারও আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি
 তৃতীয়বারও আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি ।

ত্রিশরণকে শ্রেষ্ঠ শরণ বলা হয়। প্রতিদিন ত্রিশরণ গ্রহণ বৌদ্ধদের কর্তব্য। ত্রিশরণ গ্রহণের কিছু নিয়ম আছে। ত্রিশরণ গ্রহণের পূর্বে হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হতে হয়। মনকে পবিত্র করতে হয়। ত্রিরত্নের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করতে হয়। বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে করজোড়ে নতজানু হয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়। পিতা-মাতা এবং গুরুজনদের সাথে ত্রিশরণ গ্রহণ করা ভালো। নিজ বাড়িতে বা বিহারে গিয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করা যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর সামনে বসেও ত্রিশরণ গ্রহণ করা যায়। ত্রিশরণ গ্রহণের পর শ্রদ্ধার সাথে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়। মনোযোগ সহকারে শুদ্ধ উচ্চারণে পালিতে ত্রিশরণ আবৃত্তি করা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের বিষয়বস্তু লিখবেন।
- ৩। পূর্ব পাঠের অভিজ্ঞতা যাচাই এর জন্য ৪-৫ জন শিক্ষার্থীকে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন:
 - তোমরা বাড়িতে বা বৌদ্ধ বিহারে কীভাবে ত্রিশরণ গ্রহণ করো? উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু সময় দিন। যারা সঠিক উত্তর বলবে তাদের প্রশংসা করবেন।
- ৪। যদি কোনো শিক্ষার্থী উত্তর দিতে না পারে তাকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম জানব।
- ৭। এরপর বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন:
 - ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম কী বা ত্রিশরণ কীভাবে গ্রহণ করতে হয়?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণাচিত্র

উপকরণের ছবিটি বোর্ডে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবিতে দৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কে ৩-৪ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন। সময় শেষে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের সূত্র ধরে ২-৩ জনের মতামত মূল্যায়ন করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলীয় কাজ: ভূমিকাভিনয়

- ৮। শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম এবং ত্রিশরণ গুণ্ড করে কীভাবে আবৃত্তি করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন। এরপর গুণ্ডভাবে উচ্চারণসহ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়মাবলি দলে আলোচনা করতে বলবেন এবং ভূমিকাভিনয় করে দেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে বলবেন।
- ১০। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন
 - ত্রিশরণ গ্রহণের পূর্বে কী কী করতে হয়?
 - বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে কীভাবে উপবেশন করতে হয়?
 - গুণ্ডভাবে ত্রিশরণ কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়?
- ১১। আলোচনা ও ভূমিকাভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য ৩-৪ মিনিট সময় দেবেন।
- ১২। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

- ১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১৪। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।
- ১৫। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন
- আজ আমরা ত্রিশরণ পালিতে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে শিখলাম, ত্রিশরণের বাংলা অর্থ এবং ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়মাবলি জানলাম।
- ১৬। শিক্ষার্থীদের এবার মূলপ্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।
- ১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৮। পরবর্তী পাঠের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল

শিখনফল

১.২.৫ ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল জেনে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে।

উপকরণ: ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল সম্বলিত চার্ট

বিষয়বস্তু: ত্রিশরণকে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ দ্বার (দরজা) বলা হয়। তাই বৌদ্ধরা সকল প্রকার শুভ কাজ শুরু করার আগে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সজ্ঞের শরণ গ্রহণ করেন। ‘বুদ্ধ’ অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধ করণার আধার। তিনি মানুষের কল্যাণে অনেক মূল্যবান ধর্মোপদেশ দান করেছেন। ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ সুনীতি, নীতিবাক্য, উপদেশবাণী ইত্যাদি। বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করলে পরম শান্তি লাভ হয়। ‘সংঘ’ শব্দের অর্থ হলো একতা। তবে যারা বুদ্ধের শান্তির বাণী প্রচার করেন তাঁদের ভিক্ষুসংঘ বলা হয়। ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল অনেক। ত্রিশরণ গ্রহণের কয়েকটি সুফল হলো:

১. ত্রিশরণ গ্রহণের ফলে পুণ্য অর্জন হয়।
২. ধর্ম ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।
৩. সকল প্রকার বিপদ এবং ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৪. শরীর মন প্রফুল্ল থাকে।
৫. দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। আজকের পাঠের অধ্যায় ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- ৩। শিক্ষার্থীদের পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন
 - তোমরা কি কখনো ভালো কাজের সুফল পেয়েছ?
 - প্রার্থনা করলে কী কী সুফল পাওয়া যায়?
- ৪। শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড সময় দেবেন। সময় শেষ হলে ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন বা উত্তর বলে দেবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল সম্পর্কে জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - ত্রিশরণ গ্রহণ করলে কী কী সুফল পাওয়া যায়?

একক কাজ: মাথা খাটানো

ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল সম্পর্কে কী জান? তা শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন। সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের সূত্র ধরে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন-
 - ত্রিশরণ গ্রহণের সুফল সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৪ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন
 - ত্রিশরণ গ্রহণের ফলে কী অর্জন হয়?
 - কাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়?
 - কী প্রফুল্ল থাকে?
 - কী থেকে মুক্তি লাভ করা যায়?
- ১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।
- ১৪। শিক্ষক উত্তরগুলো নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখে তালিকা তৈরি করবেন

ত্রিশরণ গ্রহণের সুফলের তালিকা	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

১৫। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আমরা আজ জানলাম: ত্রিশরণ গ্রহণের ফলে পুণ্য অর্জন হয়। ধর্ম ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জাহ্নত হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং শরীর মন প্রফুল্ল থাকে।

১৬। শিক্ষার্থীদের এবার মূলপ্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৭। তালিকাটি সকল শিক্ষার্থীকে সমন্বরে উচ্চারণ করে বলতে বলবেন।

১৮। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৯। পরবর্তী পাঠের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

ত্রিশরণ

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.২ নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার সম্পর্কে ধারণা লাভ পূর্বক নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুশীলনে উৎসাহী হতে পারা।	PI-2	08.02.01.02 ত্রিশরণের পরিচয়সহ নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুশীলনে উৎসাহী হতে পারছে।	ত্রিশরণের পরিচয়সহ নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	ত্রিশরণের পরিচয়সহ নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার ও বিধিবিধানসমূহ নিজ জীবনে অনুশীলনের আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	ত্রিশরণের অর্থ, পরিচয় এবং নিত্য পালনীয় বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার ও বিধিবিধানসমূহ নিজ জীবনে অনুশীলনে উৎসাহী হতে পেরেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কুশল ও অকুশল কর্ম

এ অধ্যায়ে যা আছে-

- কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম
- কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য
- কুশল ও অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- ৩.১ ভালো-মন্দ (কুশল ও অকুশল) কর্ম সম্পর্কে জেনে কুশল কর্ম অনুসরণ করার মাধ্যমে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

শিখনফল

- ৩.১.১ 'কর্ম' সম্পর্কে বলতে পারবে।
 ৩.১.২ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।
 ৩.১.৩ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্মের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবে।
 ৩.১.৪ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্মের ফল সম্পর্কিত কাহিনি বলতে পারবে।
 ৩.১.৫ 'কুশল কর্ম' অনুশীলন দ্বারা সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠ শিরোনাম: কুশল ও অকুশল কর্ম

শিখনফল

৩.১.১ 'কর্ম' সম্পর্কে বলতে পারবে।

৩.১.২ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: কুশল ও অকুশল কর্মের ছবি বা চার্ট, অডিও-ভিডিও

বিষয়বস্তু: 'কর্ম' শব্দের অর্থ হলো কাজ। সাধারণত কাজকে কর্ম বলা হয়। কর্ম দুই প্রকার। কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্ম। 'কুশল' শব্দের অর্থ ভালো। 'অকুশল' শব্দের অর্থ খারাপ বা মন্দ। বৌদ্ধধর্মে ভালো কর্মকে কুশল কর্ম, খারাপ বা মন্দ কর্মকে অকুশল কর্ম বলে। মানুষ কখনো কুশল কর্ম করে, কখনো অকুশল কর্ম করে। কুশল কর্ম নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করে। অকুশল কর্ম নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে। কুশল কর্ম নানা রকম।

যেমন: মাতা-পিতা ও গুরুজনের সেবা করা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্য করা, বিদ্যালয় ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষক ও গুরুজনের আদেশ পালন করা, রোগীকে রক্ত দান করা, দরিদ্রকে সাহায্য করা, ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, বিহার প্রতিষ্ঠা করা, পরোপকার করা, পরের মঙ্গল কামনা করা প্রভৃতি কুশল কর্ম। অকুশল কর্মও নানা রকম। যেমন: ঝগড়া-বিবাদ করা, প্রাণী হত্যা করা, চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা, কটুকথা বলা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা, পরের ক্ষতি ও অমঙ্গল চিন্তা করা, সহপাঠীদের সাথে অভদ্র আচরণ করা প্রভৃতি অকুশল কর্ম। বুদ্ধ অকুশল বা পাপ কর্ম হতে বিরত থেকে সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দিয়েছেন। তাই সকলের কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত।



চিত্র-৫: কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠ শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। শিক্ষার্থীরা পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন
 - কয়েকটি ভাল ও মন্দ (খারাপ) কাজের উদাহরণ বলো।
- ৪। উত্তরের জন্য কিছু ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থী থেকে উত্তর শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে আপনি উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

ভালো ও মন্দ কাজের কিছু চিত্র বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের চিত্রগুলো ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তারপর ছবির দৃশ্যপট সম্পর্কে প্রত্যেককে ৩-৪ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। সময় শেষে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের সূত্র ধরে কয়েক জনের মতামত শুনবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

জোড়ায় কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন:
 - কোনগুলো কুশল কর্ম এবং কোনগুলো অকুশল কর্ম তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করে চিহ্নিত করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৪ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন
 - ৫টি কুশল কর্মের নাম বলো।
 - ৫টি অকুশল কর্মের নাম বলো।
- ১১। জোড়ায় কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দেবেন।
- ১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে জোড়ায় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।

১৪। শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে নির্দেশিত ছকে লিখে তালিকা তৈরি করবেন:

কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

১৫। সঠিক উত্তরগুলো সময়ের উচ্চারণ করে বলতে বলবেন।

১৬। অতঃপর পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: কর্ম শব্দের অর্থ হলো কাজ, কুশল শব্দের অর্থ হলো ভালো, অকুশল শব্দের অর্থ হলো মন্দ বা খারাপ। কুশল কর্ম হলো: গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা। বিদ্যালয়, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, দরিদ্রকে সাহায্য, পশু-পাখিকে খাবার দেওয়া ইত্যাদি। অপরদিকে, অকুশল কর্ম হলো: ঝগড়া-বিবাদ করা, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি।

১৭। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনে যাচাই করবেন।

১৮। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৯। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সর্বদা কুশল কর্ম করার উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ২

পাঠ শিরোনাম: কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য

শিখনফল

৩.১.৩ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্মের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবে।

উপকরণ: কুশল ও অকুশল কর্মের উদাহরণযুক্ত চার্ট

বিষয়বস্তু: মানুষ কর্মের অধীন। মানুষ প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কর্ম সম্পাদন করে। মানুষ কখনো কুশল কর্ম করে। আবার কখনো অকুশল কর্ম করে। কুশল কর্ম নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করে। অকুশল কর্ম নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে। কুশল কর্মের বিপরীত হচ্ছে অকুশল কর্ম। তাই কুশল ও অকুশল কর্মের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

নিচে কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য দেখানো হলো

কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
১. কুশল কর্ম দ্বারা পুণ্য অর্জন হয়।	১. অকুশল কর্ম দ্বারা পাপ হয়।
২. সকলে কুশল কর্মের প্রশংসা করে।	২. সকলে অকুশল কর্মের নিন্দা করে।
৩. কুশল কর্ম করলে সুনাম অর্জন হয়।	৩. অকুশল কর্ম দুর্নাম হয়।
৪. কুশল কর্ম করলে স্বর্গলাভ হয়।	৪. অকুশল কর্মের ফলে নরক গমন করে।
৫. কুশল কর্ম সুখকর।	৫. অকুশল কর্ম দুঃখদায়ক।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- ৩। এরপর পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন
 - তোমরা কেন কুশল (ভালো) কর্ম করবে?
 - কেন মন্দ কর্ম করবে না?
- ৪। উত্তরের জন্য কিছু ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থী থেকে উত্তর শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে আপনি উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।

৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

- আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য সম্পর্কে জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখুন

- কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য কী?

একক কাজ: মাথা খাটানো

‘কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য’ সম্পর্কে প্রত্যেককে ৪ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। সময় শেষে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের সূত্র ধরে কয়েক জনের মতামত মূল্যায়ন করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষার্থীদের সুবিধা মতো জোড়া বা দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন

- কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্মের পার্থক্য সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৪ মিনিট সময় দেবেন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করাবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক প্রশ্নগুলো করবেন

- ৫টি কুশল কর্মের সুফল বলো।
- ৫টি অকুশল কর্মের কুফল বলো।

১৩। শিক্ষক উত্তরগুলো নির্দেশিত ছকে বোর্ডে লিখে তালিকা তৈরি করবেন:

কুশল কর্মের সুফল	অকুশল কর্মের কুফল
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

১৪। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: কুশল ও অকুশল কর্মের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কুশল কর্ম সুখ দায়ক। অকুশল কর্ম দুঃখ দায়ক। কুশল কর্ম নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করে। অপরদিকে, অকুশল কর্ম নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে।

১৫। শিক্ষার্থীদের এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৬। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৭। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং কুশল কর্ম চর্চা করার উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: কুশল ও অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল

শিখনফল

৩.১.৪ 'কুশল' ও 'অকুশল' কর্মের ফল সম্পর্কিত কাহিনি বলতে পারবে।

৩.১.৫ 'কুশল কর্ম' অনুশীলন দ্বারা সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

উপকরণ: কুশল কর্মের দ্বারা মানুষের উপকার হচ্ছে, অকুশল কর্মের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে এরূপ চিত্র, অডিও-ভিডিও

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে কুশল ও অকুশল কর্মের বহু কাহিনি বা গল্প আছে। এসব কাহিনি পাঠ করে কুশল ও অকুশল কর্মের ফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কুশল কর্মের কাহিনি সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সদাচার শব্দের অর্থ হলো সুন্দর আচরণ বা কুশল কর্ম সম্পাদন করা। অপরদিকে অকুশল কর্মের কাহিনি খারাপ বা মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই কুশল ও অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল জেনে সকলের কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত। কুশল ও অকুশল কর্মের ফল সম্পর্কে ছোট্ট দুটি কাহিনি বর্ণনা করা হলো:



চিত্র-৭: কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পরিণতি

কাহিনি-১: কুশল কর্মের পরিণতি বা ফল

একদা ভগবান বুদ্ধ বারাণসীর এক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সেই গ্রামে শীলাবতী নামে এক নারী ছিলেন। একদিন শীলাবতী এক ভিক্ষুকে বাড়িতে এনে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। এতে তাঁর দান চিত্ত উদয় হয়। ফলে দানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। তিনি প্রতিদিন নানা রকম দান কর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। তিনি একটি বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুদের দান করলেন। সেখানে প্রতিদিন ভিক্ষুদের অন্ন-পানীয় দান করতেন। ভিক্ষুদের নিকট থেকে ধর্ম শ্রবণ করতেন। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংযত জীবনযাপন করতেন। ধ্যান সাধনা চর্চা করতেন। ফলে তিনি অচিরেই প্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন এবং মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হলেন। সেখানে শত শত দেবকন্যা তাঁর সেবা করতেন। তিনি দিব্য সুখ অনুভব করতেন। আনন্দচিন্তে বিচরণ করতেন। তিনি সুখ অনুভব করে বলতেন, আহা! কুশল কর্মের ফল কত মহৎ।

কাহিনি-২: অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল

রাজগৃহে এক ধনী লোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন হরিণ শিকার করতেন। এক ধার্মিক বন্ধু তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, “প্রাণী হত্যা পাপ। পাপ কর্মের ফল ভয়ংকর। পাপ কর্ম থেকে বিরত হও, না হয় তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে।” তিনি বন্ধুর উপদেশ মানতেন না। তখন তাকে নিয়ে ধার্মিক বন্ধু এক শীলবান ভিক্ষুর নিকট গেলেন। তিনি শিকারি বন্ধুকে উপদেশ দানের জন্য ভিক্ষুকে অনুরোধ করলেন। একদিন সকালে ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য শিকারির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শিকারি ভিক্ষুকে বাড়িতে একটি আসনে বসালেন। ভিক্ষু তাঁকে প্রাণী হত্যার কুফল সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন। এভাবে ভিক্ষু শিকারির বাড়িতে গিয়ে তিনবার উপদেশ দিলেন। ভিক্ষুর উপদেশ শুনেও শিকারি হরিণ শিকার থেকে বিরত হলেন না। একদিন শিকারি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্ত্রী-পুত্র সকলে চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। তিনি ভয়ংকর চিৎকার করতে করতে মারা গেলেন। তাকে শ্মশানে দাহ করা হলো। দাহ করার পর প্রতিদিন বাড়ির পাশে এসে কে যেন কাঁদতো। শিকারির স্ত্রী বিহারে গিয়ে বুদ্ধ্যকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ্য উত্তরে বললেন “তোমার স্বামী প্রাণী হত্যা করত। তাই নরকে উৎপন্ন হয়ে যজ্ঞাণ্ড সহ্য করতে পারছে না। তাই এভাবে কান্না করছে।” স্ত্রী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সংঘদান করলেন। নানা রকম দানকর্ম সম্পাদন করে উপদ্রব থেকে রক্ষা পেলেন। এভাবেই শিকারিপরিবারের সকলে উপলব্ধি করলেন, অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল ভয়াবহ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। আজকের পাঠের অধ্যায় ও শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- ৩। পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন
 - কুশল কর্মের সুফল সম্পর্কে কী জান?
 - অকুশল কর্মের কুফল সম্পর্কে কী জান?
- ৪। উত্তরের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থী থেকে উত্তর শুনবেন। কেউ যদি উত্তর দিতে না পারে আপনি উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কুশল ও অকুশল কর্মের পরিণতি বা ফল সম্পর্কে জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - কুশল ও অকুশল কর্মের পরিণতি কী?
- ৮। শিক্ষক কাহিনি দুটি আলোচনা করবেন।

একক কাজ: মাথা খাটানো

শিক্ষার্থীদের কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পরিণতি সম্পর্কিত চিত্র (৭ নং চিত্রের মতো), বা ভিডিও প্রদর্শন করবেন। চিত্র সম্পর্কে তাদের ৩-৪ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ

করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনে উত্তরের পরিশ্রেফিতে অপর কয়েক জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: গল্প বলা

- ৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নেবেন।
- ১০। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন: চিত্র দেখে কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৪ মিনিট সময় দেবেন।
- ১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলের প্রতিনিধিকে কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। প্রয়োজনে দলের অন্য সদস্য প্রতিনিধিকে সহায়তা করতে বলবেন।
- ১৩। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।
- ১৪। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন
 - আজ আমরা জানলাম: কুশল কর্ম বা ভাল কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অকুশল বা মন্দ কাজ করলে খারাপ ফল পাওয়া যায়। তাই সকলের কুশল কর্ম সম্পাদন ও অকুশল কর্ম পরিহার করা উচিত।
- ১৫। এবার মূল প্রশ্নটি করবেন। উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।
- ১৬। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৭। পরিশেষে পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন
অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

কুশল ও অকুশল কর্ম

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ ভালো- মন্দ (কুশল ও অকুশল) কর্ম সম্পর্কে জেনে কুশলকর্ম অনুসরণ করার মাধ্যমে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।	PI-3	08.02.01.03 ভালো-মন্দ (কুশল ও অকুশল) কর্মের ধারণা লাভ করে কুশল কর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারছে।	কুশল ও অকুশল কর্মের ধারণার মাধ্যমে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে আগ্রহী হতে পেরেছে।	কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ শ্রেণিকক্ষে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সদাচারের গুরুত্ব অনুভব করে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পেরেছে।	কুশল ও অকুশল কর্ম যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে এর গুরুত্ব অনুভব করে কুশলকর্ম অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজ জীবনে সদাচারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পেরেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

এ অধ্যায়ে যা আছে—

- দান, দানানুষ্ঠান ও দানীয় বস্তু
- দান সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ/বাণী
- দানের সুফল
- দানের সুফল, ত্যাগ ও পরোপকারের কাহিনি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ উদারতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে দানানুশীলনপূর্বক ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে পারা।

শিখনফল

- ৩.২.১ দান সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৩.২.২ কয়েকটি দানানুষ্ঠান ও দানীয় বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৩.২.৩ দান সম্পর্কে বুদ্ধের দুটি উপদেশ/বাণী বলতে পারবে।
- ৩.২.৪ দানের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।
- ৩.২.৫ ত্যাগ ও পরোপকারের কাহিনি বলতে পারবে।
- ৩.২.৬ দানের সুফল জেনে ত্যাগ, সহমর্মিতা ও পরোপকার করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠের শিরোনাম: দান

শিখনফল:

- ২.২.১ দান সম্পর্কে বলতে পারবে।
 ২.২.২ কয়েকটি দানানুষ্ঠান ও দানীয় বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবে।
 ২.২.৩ দান সম্পর্কে বুদ্ধের দুটি উপদেশ/বাণী বলতে পারবে।

উপকরণ: দানের বিভিন্ন চিত্র, অডিও-ভিডিও

বিষয়বস্তু: ‘দান’ শব্দের অর্থ ত্যাগ। স্বার্থ ত্যাগ করে যা অন্যকে দেওয়া হয় তাকে দান বলে। যেমন: ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া, শীতার্ন্ত ব্যক্তিকে গরম কাপড় দেওয়া, দরিদ্র বা ভিক্ষুককে টাকা দেওয়া ইত্যাদিকে দান বলে। দান দেওয়ার পর তা ফেরত নেওয়া হয় না। বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশাও করা হয় না। স্বার্থ ত্যাগ করেই দান দিতে হয়। বৌদ্ধরা অসহায় এবং দরিদ্রকে দান করার পাশাপাশি ভিক্ষুসংঘকেও দান করেন। বৌদ্ধরা সাধারণত বিভিন্ন দান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘকে দান প্রদান করেন। বৌদ্ধদের দান অনুষ্ঠানের মধ্যে ‘সংঘদান’, ‘অষ্টপরিষ্কার দান’ এবং ‘কঠিন চীবর দান’ উল্লেখযোগ্য। তবে দান অনুষ্ঠান ছাড়াও বৌদ্ধরা ভিক্ষুদের

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করেন। বৌদ্ধরা সাধারণত যেসব দানীয়বস্তু দান করেন তা হলো: নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, বস্ত্র বা কাপড়, সুগন্ধ দ্রব্য, শয্যা, বিহার বা গৃহ, পুষ্প, প্রদীপ, ধূপ, ঔষধ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। দান একটি কুশল কর্ম। বুদ্ধ দান সম্পর্কে বহু উপদেশ দান করেছেন। তিনি সংঘদান সম্পর্কে বলেছেন, “যুগে যুগে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু লক্ষ কল্পেও সংঘদানের ফল নষ্ট হয় না।” অনুরূপভাবে বুদ্ধ অষ্টপরিষ্কার দান সম্পর্কে বলেছেন, “যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাচিহ্নে

ভিক্ষুসংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান করেন তিনি জন্মে জন্মে ধনবান ও রূপশ্রী হন।” এতে বোঝা যায়, দানের সুফল অপরিসীম। তাই প্রত্যেকের দানের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।



চিত্র-৮: দানের নানা উপকরণ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ১ পিরিয়ডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - তোমরা গরীব দুঃখীদের কিছু দিয়ে সাহায্য করো কি?
 - গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা এবং ভিক্ষুসংঘকে কোন কিছু দেওয়াকে কী বলে জানো?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

“আজ আমরা দান কী, কয়েকটি দান ও দানীয় বস্তু দান নাম এবং দান বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের উপদেশ/বাণী প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন
 - দান সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দানীয় বস্তু দান করছে এরূপ ছবি এবং দানানুষ্ঠানের ছবি বোর্ডে বুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। অতঃপর ছবি নিয়ে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন-

‘ছবিতে কোন কোন ধরনের ব্যক্তিকে দান দেওয়া হচ্ছে? কী কী বস্তু দান করা হচ্ছে? বৌদ্ধরা কী কী দানানুষ্ঠান পালন করেন? ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সত্যিদের দিয়ে যাচাই করবেন।



১৩। শিক্ষার্থীদের উত্তরসমূহ বোর্ডে লিখে একটি তালিকা তৈরি করবেন

দান দেওয়া যায় এরূপ ব্যক্তিদের নাম	দানীয় বস্তুর নাম	বৌদ্ধদের দানানুষ্ঠানের নাম
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.

১৪। তৈরিকৃত তালিকাটি সকল শিক্ষার্থীকে সমন্বরে বলতে বলবেন।

১৫। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: ‘দান’ শব্দের অর্থ ত্যাগ। স্বার্থ ত্যাগ করে যা অন্যকে দেওয়া হয় তাকে দান বলে। বৌদ্ধদের দান অনুষ্ঠানের মধ্যে ‘সংঘদান’, ‘অষ্টপরিষ্কার দান’ এবং ‘কঠিন চীবর দান’ উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবন ধারণে যাবতীয় বস্তু দান করা যায়। বুদ্ধ বলেছেন, ‘যুগে যুগে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু লক্ষ কল্পেও সংঘদানের ফল নষ্ট হয় না।’ তিনি আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাচিতে ভিক্ষুসংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান করে তিনি জন্মে জন্মে ধনশালী ও রূপশ্রী হন।’

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিজের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং দান করতে উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ২

পাঠের শিরোনাম: দানের সুফল

শিখনফল

৩.২.৪ দানের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: দানের সুফলের তালিকার পোস্টার, ভিডিও ইত্যাদি

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রদ্ধাচিন্তে দান করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। ত্রিপিটকে দানের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধের অনেক উপদেশ আছে। দানের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন:

- ১) দানে চিত্ত বা মন পরিশুদ্ধ হয়।
- ২) দানে লোভ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
- ৩) দানে যশ-খ্যাতি ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়।
- ৪) দান স্বর্গের সোপান (সিঁড়ি)।
- ৫) দান ইহ-পরকালে শান্তিকর সুখ আনয়ন করেন।
- ৬) দান মানুষকে ত্রাণ করে।
- ৭) দানে নির্বাণ লাভ হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ১ পিরিয়ডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - দান দিলে নিজের এবং অপরের কী উপকার হয়?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

‘আজ আমরা দানের সুফল সম্পর্কে জানব। দান কেন করব? দানের সুফল কী? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।’
- ৭। এবার বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন
 - দানে কী কী সুফল লাভ করা যায়?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

‘দানে কী কী সুফল লাভ করা যায়?’ প্রশ্নটি বোর্ডে বড়ো করে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের তা ভালো করে চিন্তা করতে বলবেন। ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দেবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: মিলকরণ

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। দানের সুফলগুলো একটি চার্টে লিখে বোর্ডে কুলাবেন।
- ১০। সুফলগুলো আপনি ৩ বার পড়বেন, শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে তা বলতে বলবেন।
- ১১। এবার কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন: দানে কী কী সুফল লাভ করা যায় তা বোর্ডে লেখা আছে। সেগুলো দলে চিন্তা করতে বলবেন। চিন্তা করার জন্য ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১২। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১৩। নিচের ছকটি বোর্ডে আঁকবেন ও লেখাগুলো লিখবেন।

মিলকরণ	
ক) দানে চিন্তা বা মন	ক) বৃদ্ধি হয়।
খ) দানে লোভ	খ) সুখ আনয়ন করেন।
গ) দানে যশ-খ্যাতি ও সম্পদ	গ) ত্রাণ করে।
ঘ) দান স্বর্গের	ঘ) পরিশুদ্ধ হয়।
ঙ) দান ইহ-পরকালে শান্তিকর	ঙ) বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
চ) দান মানুষকে	চ) লাভ হয়।
ছ) দানে নির্বাণ	ছ) সোপান (সিঁড়ি)।

- ১৪। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত হতে বলবেন।
- ১৫। আপনি একটি দলকে বাম পাশের একটি বাক্যে বলবেন এবং তাদের বাক্যটি ডান পাশে বাক্যের সাথে মিল করণ করতে বলবেন। এক দলের উত্তর সঠিক কিনা তা অন্য দলের দ্বারা যাচাই করবেন।

১৬। পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: দানের সুফল অনেক। যেমন: দানে চিন্তা বা মন পরিশুদ্ধ হয়, লোভ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যশ-খ্যাতি বৃদ্ধি পায়, নরক গমন বন্ধ হয়, ইহ-পরকাল সুখের হয়, নির্বাণ লাভ হয়। দান স্বর্গের সোপান এবং দান মানুষকে দুঃখের সংসার থেকে ত্রাণ করে।

১৬। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৮। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং দান চর্চার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠের শিরোনাম: মহৎ ত্যাগের কাহিনি

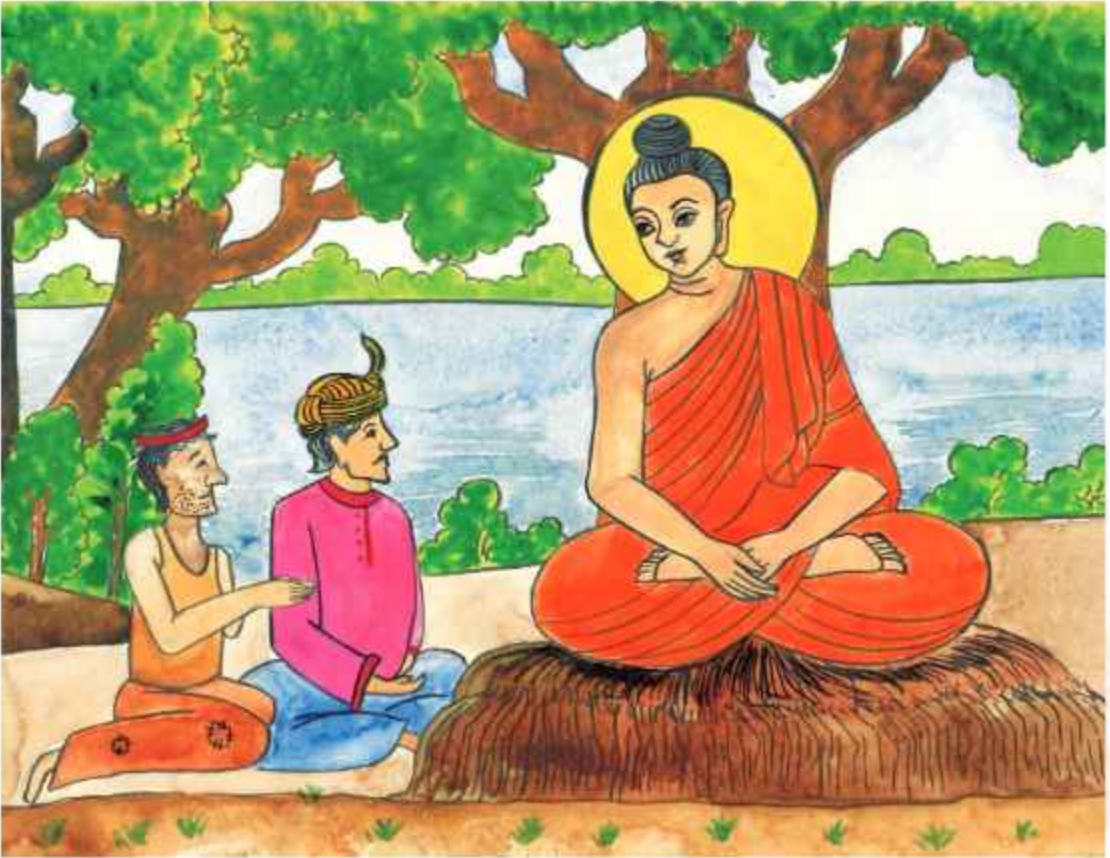
শিখনফল

৩.২.৫ ত্যাগ ও পরোপকারের কাহিনি বলতে পারবে, দানের সুফল জেনে ত্যাগ ও পরোপকারে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

৩.২.৬ দানে সুফল জেনে ত্যাগ, সহমর্মিতা ও পরোপকার করতে পারবে।

উপকরণ: ত্যাগের কাহিনি সম্বলিত পোস্টার, ছবি, অডিয়ো-ভিডিও

বিষয়বস্তু: শ্রাবস্তীতে এক সময় এক গরীব কৃষক তাঁর স্ত্রীসহ বাস করতেন। তাঁদের কোনো সম্ভান ছিল না। তাঁরা এতো গরীব ছিল যে তাঁদের একটি মাত্র ভালো পরিধানের কাপড় ছিল বাইরে যাওয়ার মতো। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ বাইরে গেলে অন্যজনকে ঘরের মধ্যে থাকতে হতো। ভালো কাপড়ের অভাবে দুজন কখনো একসাথে বের হতে পারতেন না।



চিত্র-৯: মহৎ ত্যাগ

একদিন সন্ধ্যায় গরীব কৃষক তাঁর ভালো কাপড়টি গায়ে দিয়ে কাজে বের হচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন বহুলোক জেতবনে বুদ্ধের কাছে যাচ্ছিলেন। তিনিও তাদের সাথে বুদ্ধের কাছে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে লাগলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর একমাত্র কাপড়টি বুদ্ধকে দান করার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হলো। কিন্তু তিনি একটু ইতস্তত হলেন এই ভেবে যে তাঁদের একমাত্র কাপড়খানা দান করে দিলে সে কিংবা তাঁর স্ত্রী বের হওয়ার সময় কি পরিধান করবে। এভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাত কাটালেন। অবশেষে তিনি দানের পুণ্যফল ভেবে কাপড়টি বুদ্ধের পায়ের কাছে রেখে চিৎকার করে উঠলেন, ‘আমি জয়ী হয়েছি! আমি জয়ী হয়েছি!’ তখন সেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উপস্থিত ছিলেন। তিনি দানের প্রতি গরীব কৃষকটির শ্রদ্ধা দেখে খুবই প্রীত হলেন এবং গরীব কৃষককে একটি কাপড় পুরস্কার দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। গরীব কৃষকটি রাজার দেওয়া কাপড়টিও বুদ্ধকে দান করে দিলেন। রাজা তা জেনে কৃষককে আরো দুটি কাপড় পুরস্কার দিলেন। এইবারও তিনি কাপড় দুটি বুদ্ধকে দান করে দিলেন। এভাবে রাজা গরীব কৃষকটিকে প্রতিবার হিণ্ডণ করে কাপড় পুরস্কার দিতে লাগলেন। গরীব কৃষকটিও রাজার দেওয়া সব কাপড় বুদ্ধকে দান করে দিচ্ছেন। এবার রাজা বত্রিশটি কাপড় পুরস্কার দিলেন। গরীব কৃষকটি বত্রিশটি কাপড়ও বুদ্ধকে দান করতে যাচ্ছিলেন। তখন রাজা কৃষকের জন্য এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য দুখানা কাপড় রেখে অবশিষ্ট ত্রিশটি কাপড় বুদ্ধকে দান করার জন্য গরীব কৃষকটিকে অনুরোধ করলেন। তিনি দুটি কাপড় রেখে বাকী কাপড়গুলো বুদ্ধকে দান করলেন। রাজা প্রসেনজিৎ গরীব কৃষকটির মহৎ দান চেতনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বহু ধন-রত্নে পুরস্কৃত করলেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ১ পিরিয়াডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - তোমরা কোনো দান কাহিনি জান কী?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজ আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে দানের সুফল লাভের একটি কাহিনি জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন
 - দানের সুফল সমূহ কী কী?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে দানের সুফল লাভের কাহিনি সম্পর্কিত চিত্র (চিত্র: ৯) বোর্ডে বুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ছবিটি মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন। কাহিনিটি পাঠ করে শুনাবেন। শিক্ষার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিশ্রেফিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দেবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: ভূমিকাভিনয়

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন: একজনকে দরিদ্র কৃষক, একজনকে কৃষকের স্ত্রী, একজনকে রাজা বিদ্বিসার, একজনকে মন্ত্রী এবং কয়েকজনকে দায়ক-দায়িকার অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত করুন। অতঃপর, কীভাবে অভিনয় করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। প্রত্যেক দলকে ৫-৭ মিনিট চর্চা করার জন্য সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।
- ১৩। অতঃপর পাঠের নিম্নবর্ণিত সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাবেন
 - আজ আমরা জানলাম: ত্যাগ ও পরোপকারের নানা রকম সুফল লাভ করা যায়।
- ১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।
- ১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিজের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং দান, ত্যাগ এবং পরোপকার করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন
অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

দান

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.২ উদারতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে দানানুশীলন- পূর্বক ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে পারা।	PI-4	08.02.01.04 উদারতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে দানানুশীলনপূর্বক ত্যাগের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে।	দৈনন্দিন জীবনে দানানুশীলনের মাধ্যমে উদারতা ও ত্যাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছে।	উদারতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বিভিন্ন প্রকার দানানুশীলন পূর্বক ত্যাগের মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছে।	উদারতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে বিভিন্ন প্রকার দানানুশীল- নের মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতক

এ অধ্যায়ে যা আছে—

- জাতক পরিচয়
- অশ্রুজাতক ও পরোপকারের সুফল
- বকজাতক ও অন্যায় কর্মের শাস্তি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.৩ জাতক পাঠে সহমর্মিতা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে সং আচরণ ও পরোপকারে উৎসাহী হতে পারা।

শিখনফল

- ৩.৩.১ জাতক সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৩.৩.২ জাতকের শিক্ষা জেনে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৩.৩.৩ অশ্রুজাতক পাঠের মাধ্যমে পরোপকারের সুফল বলতে পারবে।
- ৩.৩.৪ বকজাতক পাঠের মাধ্যমে অন্যায় কর্মের কুফল বর্ণনা করতে পারবে।
- ৩.৩.৫ জাতকের উপদেশ জেনে সহমর্মী ও সং জীবনযাপন অনুসরণ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠ শিরোনাম: জাতক পরিচয়

শিখনফল

২.৩.১ জাতক সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: জাতক কাহিনি সম্বলিত চিত্র, ভিডিও

বিষয়বস্তু: 'জাতক' শব্দটি 'জাত' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'জাত' শব্দের অর্থ হলো জন্ম বা উদ্ভূত হওয়া। সুতরাং 'জাতক' শব্দের অর্থ যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ মানুষ, পশু-পাখি এবং নানা প্রাণী রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রতিটি জন্মে সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। মানুষ ও প্রাণীর উপকার ও মঙ্গল সাধন করতেন। এভাবে তিনি কুশল কর্ম সম্পাদন করে অনেক পুণ্য অর্জন করেন। শেষ জন্মে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনিকে জাতক বলে। বুদ্ধ তাঁর অতীত জীবনের কাহিনি বর্ণনা করে মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দান করতেন। মনোযোগ সহকারে জাতক শ্রবণ করলে ত্যাগ, পরোপকার, সততা, দয়া, মানবতা প্রভৃতি গুণাবলি জাতিত হয় এবং নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠন করা যায়। তাই জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবেন
 - তোমরা কী কখনো জাতক কাহিনি শুনেছ?
 - জাতক কী?
- ৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৪-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। চার-পাঁচজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয় বা উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - "আজ আমরা জাতকের পরিচয় সম্পর্কে জানব। জাতক শব্দের অর্থ কী? জাতক কাকে বলে? বুদ্ধ কেন মানুষকে জাতক বলতেন? জাতক শ্রবণ করলে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।"
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - 'জাতক' সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: ধারণা চিত্র

‘জাতক কাহিনি সম্বলিত চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শন করবেন। চিত্রের কাহিনির মতো বৌদ্ধ ভিক্ষু বা পরিবারের সদস্যদের নিকট শোনা কোনো কাহিনি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে চিন্তা করেছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২/৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।’

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: মাথা খাটানো

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। জাতক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন: জাতক শব্দের অর্থ কী? জাতক কী? জাতক পাঠের উপকারিতা কী প্রভৃতি দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে প্রত্যেক দলের যেকোনো প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন।
- ১২। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন
 - আজ আমরা জানলাম: গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনিকে জাতক বলে। বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে মানুষ, পশু-পাখি এবং নানা প্রাণী রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি প্রতিটি জন্মে সৎভাবে জীবনযাপন করে মানুষ ও প্রাণীর উপকার করতেন। জাতক পাঠে নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠন করা যায়।
- ১৩। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।
- ১৪। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৪। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা দেবেন এবং নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনের জন্য উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ২

পাঠ শিরোনাম: অশ্রুজাতক ও পরোপকারের সুফল

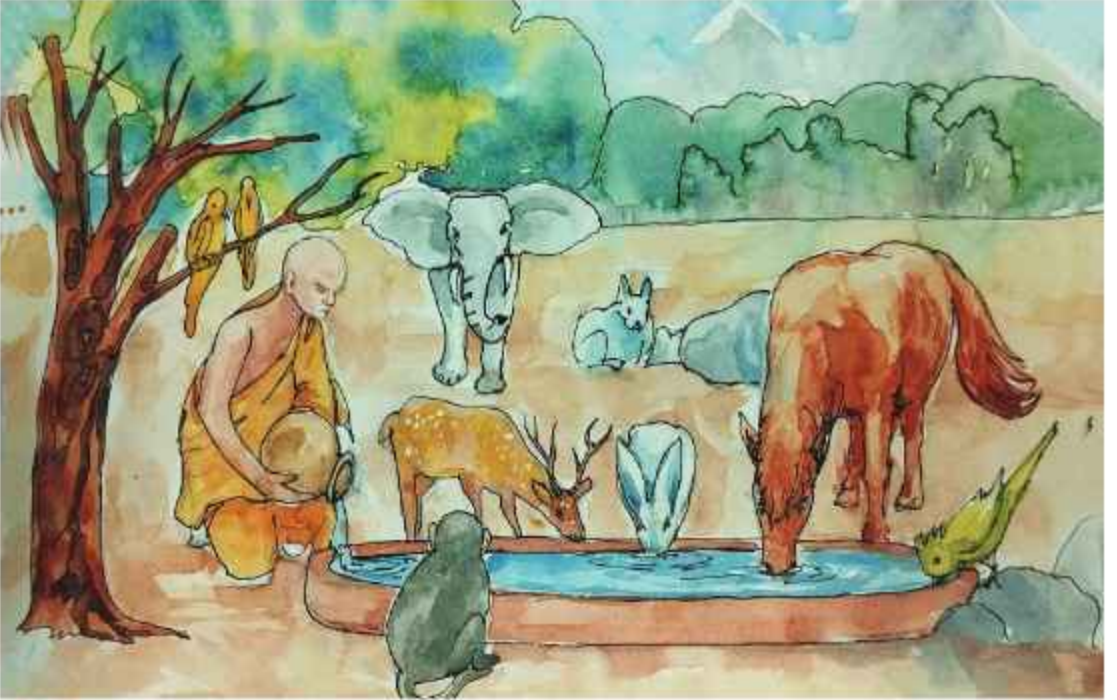
শিখনফল

- ৩.৩.২ জাতকের শিক্ষা জেনে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৩.৩.৩ অশ্রুজাতক পাঠের মাধ্যমে পরোপকারের সুফল বলতে পারবে।
- ৩.৩.৫ জাতকের উপদেশ জেনে সহমর্মী ও সৎ জীবনযাপন অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ: ডোঙ্গায় বৌদ্ধ ভিক্ষু জল ঢালছে এবং বিভিন্ন পশু-পাখি তা হতে জলপান করছে এরূপ ছবি, ভিডিয়ো

বিষয়বস্তু

অশ্রুজাতক: অতীতকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে পাঁচশত শিষ্যসহ হিমালয়ের পাদদেশে এক আশ্রমে বাস করছিলেন। সে সময় হিমালয়ের পাদদেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় শুকিয়ে গেল। চারদিকে পানীয় জলের বড়ো অভাব। তৃষ্ণায় সব পশুপাখি কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। পশুপাখিদের এই তৃষ্ণায় কাতর দেখে এক ভিক্ষুর খুব মায়া হলো। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুটি গাছ কেটে একটি ডোঙ্গা তৈরি করলেন। তিনি প্রতিদিন দূর থেকে জল এনে ডোঙ্গাটি জলপূর্ণ করে পশুপাখিদের জল পানের ব্যবস্থা করতেন।



চিত্র-১০: তৃষ্ণার্ত পশু-পাখিদের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর জলপানের ব্যবস্থা

বনের সব পশুপাখি এসে সেই ডোঙ্গা থেকে জল পান করতে লাগল। এতে অসংখ্য প্রাণীর জীবন রক্ষা পেল। অসংখ্য পশুপাখির জলের ব্যবস্থা করার কারণে ভিক্ষুটি ফলমূল আহরণের জন্য বনে যেতে পারতেন না। ফলে তিনি অনাহারে থেকে কষ্ট করতে লাগলেন। এটা দেখে পশুপাখিরা ঠিক করল এবার থেকে যে প্রাণী যখন জল পান করতে আসবে তখন তার সাধ্যমতো ভিক্ষুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে। এরপর থেকে প্রত্যেক পশুপাখি নিজের সাধ্যমতো আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি নানা জাতের ফল নিয়ে জল পান করতে আসতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে আশ্রমের পাঁচশত ভিক্ষু খেয়ে শেষ করতে পারতেন না। সৎ কাজে ভিক্ষুটির এই আত্মত্যাগ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, “ভিক্ষুগণ দেখ! পরোপকারের কী অদ্ভুত মহিমা! একজনের উপকারের ফল কতজন ভিক্ষু ভোগ করছে। সকলের পরোপকারে নিয়োজিত হওয়া উচিত।”

উপদেশ: কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - তোমরা পশু-পাখি সেবা করেছ কী? করে থাকলে কীভাবে করেছ?
- ৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৪ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয় বা উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো এক বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন। সঠিক হলে প্রশংসা করবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজকে আমরা ‘অশ্রুজাতক’ সম্পর্কে জানব। অশ্রুজাতকে কীভাবে পরোপকার ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হয়েছে? বৌদ্ধভিক্ষুরা পরোপকারের কী সুফল লাভ করেছে? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা প্রশ্নগুলো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - ‘অশ্রুজাতক’- এর শিক্ষণীয় সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

“শিক্ষক ‘পরোপকারের সুফল’ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।”

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: গল্প বলা

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। শিক্ষক 'অম্রজাতক'টি সুন্দর করে বলবেন। জাতকটি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- ১০। জাতকটি নিজেদের মতো করে যাতে বলতে পারে সে সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৪-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১১। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১২। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১৩। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন
 - বোধিসত্ত্ব পাঁচশত শিষ্য নিয়ে কোথায় বাস করতেন?
 - তখন সেখানে কী দেখা দিয়েছিল?
 - পানির জন্য কারা কষ্ট ভোগ করেছিল?
 - বৌদ্ধ ভিক্ষু কীভাবে প্রাণীদের জন্য পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন?
 - উপকারের প্রতিদান স্বরূপ পশু-পাখিরা ভিক্ষুদের জন্য কী করেছিল?
- ১৪। দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতকটি গল্পাকারে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১৫। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন
 - আজ আমরা জানলাম: অম্রজাতক পাঠে জানলাম। উপকার করলে প্রতিদান পাওয়া যায়। পশু-পাখিরাও উপকারের প্রতিদান প্রদান করে। পরোপকার সাধন কল্যাণকর। কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।'
- ১৬। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।
- ১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৮। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং সৎকাজের প্রশংসা ও পরোপকার করার উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: বকজাতক ও অন্যায় কর্মের শাস্তি

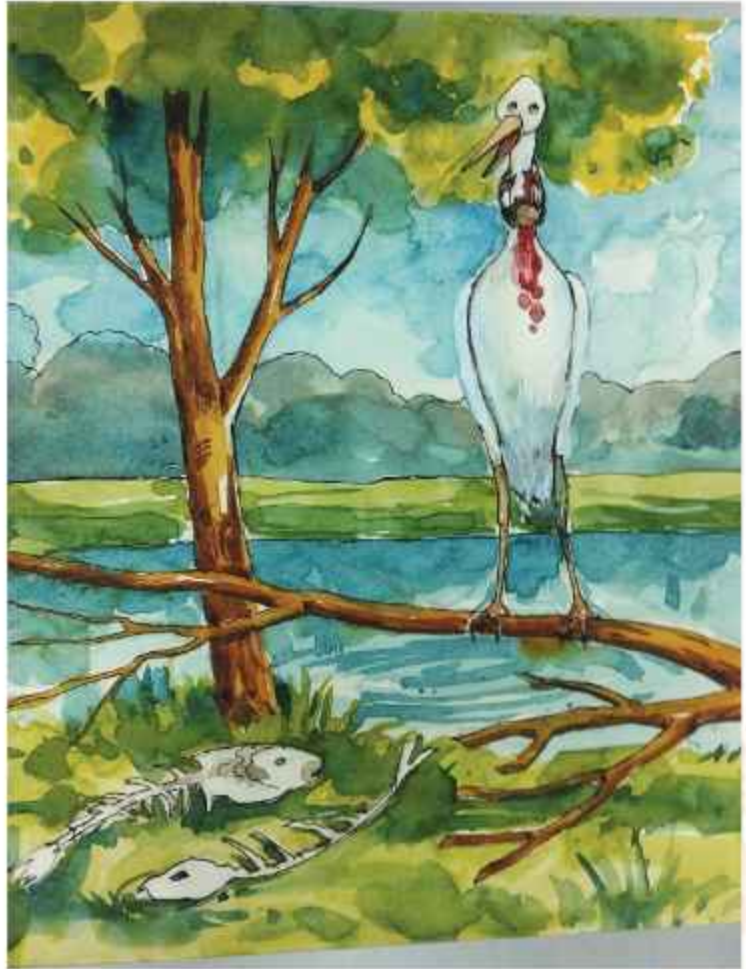
শিখনফল

৩.৩.৪ বকজাতক পাঠের মাধ্যমে অন্যায় কর্মের কুফল বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: মন্দ কর্মের শাস্তির চিত্র, ভিডিও

বিষয়বস্তু

বকজাতক: অতীতকালে এক বনে একটি পদ্মপুকুর ছিল। বোধিসত্ত্ব সে সময় বনে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। একটু দূরে ছিল আর একটি পুকুর। উভয় পুকুরে মাছ ও অন্যান্য প্রাণী সুখে দিন কাটাচ্ছিল। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি কমে আসলে এক বক পুকুরের মাছ ধরে খাওয়ার জন্য মন্দ চিন্তা করল। সে পুকুরের জলের ধারে গিয়ে ভান করে দাঁড়িয়ে থাকত। মাছেরা বককে বলল, বন্ধু কী ভাবছ? বক বলল, আমি তোমাদের কথা ভাবছি। ভীষণ গরম পড়ছে। এই পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বাঁচতে খুব কষ্ট হবে। তাই আমি তোমাদের বাঁচানোর একটি উপায় বের করেছি। তোমরা রাজি হলে আমি তোমাদেরকে পাশের পদ্মপুকুরে নিয়ে যাব। বিশ্বাস না হলে একটি মাছ আমার সঙ্গে চল, সে পদ্মপুকুর দেখে আসবে। মাছেরা পরামর্শ করে এক বুড়ো মাছকে বকের সঙ্গে পাঠাল। বক মাছটিকে সেই পদ্ম পুকুরে নিয়ে ছেড়ে দিল। বুড়ো মাছ সঁতার কেটে পুকুরের বিশাল আকার বুঝতে পারল। বক তাকে আবার আগের পুকুরে নিয়ে এলো।



বুড়ো মাছ ফিরে এসে পদ্মপুকুরের অনেক জলের কথা বলল। তার কথা শুনে অন্য মাছেরা বকের সঙ্গে যেতে রাজি হলো। কিন্তু বক এক একটি করে মাছ পদ্মপুকুরের না নিয়ে গাছের ডালে বসে মজা করে খেত। এভাবে পুকুরটি মাছ শূন্য হয়ে গেল। সবশেষে রইল একটি কাঁকড়া। বক তাকেও খেতে ইচ্ছা করল। বক কাঁকড়াকে পদ্মপুকুরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। কাঁকড়ার সন্দেহ হলো বক হয়তো মাছগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। কাঁকড়া বুদ্ধি করে বককে বলল, নিতে চাওতো ভালো কথা। তবে আমি তোমার ঠোঁটে করে যাব না। তুমি যদি আমাকে পথে ফেলে দাও তাহলে হাড়গোড় ভেঙ্গে মরে যাব। আমি পা দিয়ে তোমার গলায় জড়িয়ে ধরব। তারপর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। কাঁকড়ার উদ্দেশ্য না বুঝে বক রাজি হয়ে গেল। কাঁকড়া পা দিয়ে বকের গলা জড়িয়ে ধরল। বক তাকে নিয়ে প্রথমে পদ্মপুকুর দেখাল। তারপর গাছের দিকে উড়ে চললে কাঁকড়া বলল আমাকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? বক বলল, তুই আমার কাঁধে চড়ে পদ্মপুকুরে যাবি। গাছের তলায় একরাশি কাঁটা দেখছিস না। মাছগুলো খেয়েছি। এবার তোকে খাব। কাঁকড়া বলল, আমি মাছগুলোর মতো বোকা না। তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছ। আমাকে খাওয়াতো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। এ কথা বলে কাঁকড়া পা দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরাতে লাগল। বক তখন বলল, আমাকে মারবে না। আমি তোমাকে পদ্মপুকুরে ছেড়ে দিয়ে আসব। কাঁকড়া বলল, তবে তাই কর। অতঃপর বক কাঁকড়াকে জলের ধারে কাঁদায় নিয়ে যায়। কাঁকড়া কাঁদায় নামার সময় বকের গলায় জোরে চাপ দিলে বক মারা যায়। এরপর থেকে কাঁকড়া পদ্মপুকুরে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বুদ্ধদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব কাঁকড়ার বুদ্ধির প্রশংসা করে উপদেশ স্বরূপ বললেন, 'বেশি চালাকি করা ভালো নয়। অন্যায় কাজের শাস্তি পেতে হয়।'

উপদেশ: অতি চালাকের গলায় দড়ি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - তুমি কেনো মন্দ বা খারাপ কাজ করবে না?
- ৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩-৪ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয় বা উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো এক বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন। সঠিক উত্তরের জন্য প্রশংসা করবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - 'আজকে আমরা 'বকজাতক' সম্পর্কে জানব। কপট বক মাছদের কী বলেছিল? বকটি মাছদের পদ্মপুকুরে নিয়ে গিয়ে কী করত? কাঁকড়া বুদ্ধি করে বককে কী বলেছিল? পদ্মপুকুরে নিয়ে যাওয়ার পর বক কাঁকড়াকে কী বলেছিল? বকের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? বোধিসত্ত্ব অন্যায় কাজের পরিণাম সম্পর্কে কী উপদেশ দিয়েছিলেন? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।'

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- ‘বকজাতক’-এর শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

“শিক্ষক ‘মন্দ কাজের শাস্তি’ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে চিন্তা করেছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।”

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: জাতক বলা/গল্প বলা

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধা মতো দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শোনার উপদেশ দিয়ে ‘বকজাতক’ ধীরে ধীরে পাঠ করে শোনাবেন। এরপর জাতকটি গল্পাকারে কীভাবে বলবে তা দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৪-৫ মিনিট সময় দেবেন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন

- বোধিসত্ত্ব বনে কী হিসেবে বাস করতেন?
- কপট বক মাছদের কী বলেছিল?
- বকটি মাছদের পদ্মপুকুরে নিয়ে গিয়ে কী করত?
- কাঁকড়া বৃদ্ধি করে বককে কী বলেছিল?
- পদ্মপুকুরে নিয়ে যাওয়ার পর বক কাঁকড়াকে কী বলেছিল?
- বকের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?
- অন্যায় কাজের পরিণাম সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

১৩। পর্যায়ক্রমে দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতকটি গল্পাকারে উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৪। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

চিত্র-১১: মিথ্যাবাদীর শাস্তি

- আজ আমরা জানলাম অন্যায় কাজ করলে শাস্তি পেতে হয়। অন্যায় কাজ করার শাস্তিরূপ কপট বককে কাঁকড়ার হাতে জীবন দিতে হয়েছে। তাই আমাদের মিথ্যাকথা বলা এবং অন্যায় কাজ করা হতে বিরত থাকা উচিত।

১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং সৎকাজের প্রশংসা ও পরোপকার করার উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

জাতক

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.৩ জাতক পাঠে সহমর্মিতা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে সং আচরণ ও পরোপকারে উৎসাহী হতে পারা।	PI-5	08.02.01.05 জাতকের শিক্ষার আলোকে সহমর্মিতা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে সং আচরণ ও পরোপকারে উৎসাহী হতে পারছে।	জাতকের শিক্ষার আলোকে সহমর্মিতা ও ন্যায়- অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে পরোপকারিতার প্রতি আগ্রহী হতে পেরেছে।	জাতকের শিক্ষার আলোকে সহমর্মিতা ও ন্যায়- অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে সং আচরণ ও পরোপকারে উৎসাহী হতে পেরেছে।	জাতকের শিক্ষার আলোকে সহমর্মিতা ও ন্যায়- অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজ জীবনে সং আচরণ অনুশীলন করে পরোপকার ও সর্বজনীন কল্যাণ কর্মে উৎসাহী হতে পেরেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় বৌদ্ধ থের-থেরী

এ অধ্যায়ে যা আছে—

- থের-থেরী পরিচয়
- সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের'র পরিচয়
- উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী'র পরিচয়

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ বৌদ্ধধর্মীয় কয়েকজন ব্যক্তির জীবনী ও উপদেশ জেনে তাঁদের সৎ গুণাবলি অনুসরণে উৎসাহী হতে পারা।

শিখনফল

- ২.১.১ কয়েকজন 'থের' ও 'থেরী' সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ২.১.২ কয়েকজন 'অগ্রশ্রাবক' ও 'অগ্রশ্রাবিকা' সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ২.১.৩ থের-থেরীদের জীবন ও উপদেশবাণী জেনে সদাচার, সততা, পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠ শিরোনাম: থের-থেরী পরিচয়

শিখনফল

২.১.১ কয়েকজন 'থের' ও 'থেরী' সম্পর্কে বলতে পারবে।

২.১.২ কয়েকজন 'অগ্রশ্রাবক' ও 'অগ্রশ্রাবিকা' সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: থের-থেরী বা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর ছবি, ভিডিও

বিষয়বস্তু: সাধারণত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। মূলত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হিসেবে যারা দশ বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁদের থের এবং থেরী বলা হয়। থেরদের ছবির এবং থেরীদের ছবিরাও বলা হয়। ছবির অর্থ সাধনায় স্থিত বা অবিচল থাকা। বুদ্ধের শিষ্য ও শিষ্যাাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী-জ্ঞনী থের-থেরী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। আদর্শ জীবন ও নির্মল চরিত্রের কারণে তাঁদের সকলে শ্রদ্ধা করেন। মহৎ কর্মগুণের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক থের এবং থেরী বুদ্ধের নিকট থেকে নানা উপাধি লাভ করেছেন।



চিত্র-১২: বৌদ্ধ থের-থেরী

থেরদের মধ্যে সারিপুত্র থের এবং মৌদগল্যায়ন থের অগ্রশ্রাবক, থেরীদের মধ্যে উৎপলবর্ণী থেরী এবং ক্ষেমা থেরী অগ্রশ্রাবিকা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। 'অগ্র' শব্দের অর্থ হলো সর্বোত্তম, সবার উর্ধ্বে, প্রধান, মহান, সম্মানজনক ইত্যাদি। 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হচ্ছে শিষ্য। 'শ্রাবিকা' শব্দের অর্থ শিষ্যা। সুতরাং, অগ্রশ্রাবক অর্থ সর্বোত্তম শিষ্য, অগ্রশ্রাবিকা অর্থ সর্বোত্তম শিষ্যা। থের-থেরীদের জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী অনুসরণ করে

নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। ত্যাগ, সততা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই খের-খেরীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা সকলের উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সম্পর্কে কী জান?
- ৪। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৫-৭ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর প্রদানে অপারগ হয়, তাহলে যেকোনো এক/দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজকে আমরা ‘খের-খেরী’ সম্পর্কে জানব। ‘খের’ ও ‘খেরী’ কাকে বলে? কীরা বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ও অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন? ‘অগ্রশ্রাবক’ ও ‘অগ্রশ্রাবিকা’ শব্দের অর্থ কী? খের-খেরীদের জীবন ও উপদেশ বাণী পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - ‘খের’ ও ‘খেরী’ সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা ঝাটানো/ধারণা চিত্র।

শিক্ষক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর ছবি বোর্ডে ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত বিষয় চিন্তা করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন
 - ‘শিক্ষক প্রথমে পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা পাঠটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।

অতঃপর থের-থেরী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ২-৩ মিনিট সময় দেবেন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন

- থের-থেরী কাকে বলে?
- কে কে অগ্রশ্রাবক ছিলেন?
- কে কে অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন?
- থের-থেরীদের জীবন ও উপদেশবাণী পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়?

১৩। শিক্ষক বোর্ডে নির্দেশিত ছকে অগ্রশ্রাবক ও অগ্রশ্রাবিকার নামগুলো লিখে তালিকা তৈরি করবেন:

অগ্রশ্রাবকের নাম	অগ্রশ্রাবিকার নাম
১.	১.
২.	২.

১৪। শিক্ষক অগ্রশ্রাবক ও অগ্রশ্রাবিকাদের নাম জিজ্ঞেস করবেন এবং উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে তালিকা তৈরি করবেন।

১৫। তালিকাটি পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বলতে বলবেন।

১৬। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

- আজ আমরা থের-থেরী সম্পর্কে জানলাম। সাধারণত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হিসেবে যারা দশ বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁদের থের এবং থেরী বলা হয়। বুদ্ধের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন। কর্মগুণের স্বীকৃতি স্বরূপ বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র থের এবং মৌদগল্যায়ন থেরকে অগ্রশ্রাবক, থেরীদের মধ্যে উৎপলবর্ণা থেরী এবং ক্ষেমা থেরীকে অগ্রশ্রাবিকা উপাধিতে ভূষিত করেন। থের-থেরীদের জীবন ও উপদেশ বাণী অনুসরণ করে নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। ত্যাগ, সততা, উদারতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই থের-থেরীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা সকলের উচিত।

১৭। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৮। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৯। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং অগ্রশ্রাবক-অগ্রশ্রাবিকাদের আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ২

পাঠ শিরোনাম: সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের'র পরিচয়

শিখনফল

২.১.৩ থের-থেরী/অগ্রশ্রাবক-অগ্রশ্রাবিকাদের জীবন ও উপদেশবাণী জেনে তাঁদের আদর্শ নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পারবে।

উপকরণ: সারিপুত্র থের, মৌদগল্যায়ন থের এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর ছবি বা ভিডিও

বিষয়বস্তু

সারিপুত্র থের: বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র রাজগৃহের উপতিষা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তিনি সারিপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করেন। বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি সারিপুত্র থের নামে খ্যাত হন। দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি সাধনা করে অর্হত্ব লাভ করেন। সারিপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাই-বোন সকলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সারিপুত্র মহা প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি অনেক মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। ভিক্ষুসংঘে তাঁর অবস্থান ছিল সবার অগ্রে বা সবার উর্ধ্বে। তাই তাঁকে অগ্রশ্রাবক বলা হতো। তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা অত্যন্ত সরল ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সে কারণে তাঁকে ধর্ম সেনাপতি বলা হয়।

সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ: মানুষ মরণশীল। যেকোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীল পালনপূর্বক সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা উচিত।

মৌদগল্যায়ন থের: মৌদগল্যায়ন রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রাম প্রধান। মোগলী ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তিনি মোগলীপুত্র নামেও পরিচিত ছিলেন। সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়ের পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। উভয়ে পাশাপাশি গ্রামে বাস করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সারিপুত্রের সঙ্গে মৌদগল্যায়নও একই দিনে বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দীক্ষা গ্রহণের পর ধ্যান সাধনা করে অর্হত্বফল লাভ করেন। সারিপুত্রের ন্যায় মৌদগল্যায়নও বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক লাভ করেছিলেন। তিনি অসীম জ্ঞান এবং অসাধারণ ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ‘ঋদ্ধি’ শব্দের অর্থ হলো ধ্যান সাধনার প্রভাবে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন। অতীত কর্মের ফলে ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন দুজনেই বুদ্ধের পূর্ববৈ পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। কিন্তু কর্মগুণে তাঁরা অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা অনুকরণীয়।

মৌদগল্যায়ন থের'র উপদেশ: পাপকর্ম চিরকালই মানুষকে দুঃখ প্রদান করে। তাই সকলের পাপকর্ম হতে বিরত থাকা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। প্রাসঙ্গিক নানা ধর্মীয় কথা বলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - ‘অগ্রশ্রাবক’ শব্দের অর্থ কী?
 - কে কে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ছিলেন?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয় বা অপারগ হয়, তাহলে এক বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজকে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের’র পরিচয় সম্পর্কে জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের জীবন সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনাবেন বা সারিপুত্র থের এবং মৌদগল্যায়ন থের সম্পর্কে আলোচনা করবেন। অতঃপর সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের’র জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাজ করছে কিনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ২-৩ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: ছক পূরণ

- ৮। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন
 - সারিপুত্র থের ও মৌদগল্যায়ন থের’র পরিচয় দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৪-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ একজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।

- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছকটি অঙ্কন করবেন এবং ছকে প্রদর্শিত বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করে ছক পূরণ করবেন:

খেঁর/অগ্রশ্রাবক	মাতার নাম	জন্মস্থান ও গ্রাম	পরিবার/বংশপরিচয়	উপাধি	উপদেশ
সারিপুত্র খেঁর					
মৌদগল্যায়ন খেঁর					

- ১৩। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: বৃন্দশিষ্য সারিপুত্র রাজগৃহের উপতিষ্ঠা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহা প্রজ্ঞাবান। কর্মগুণে তিনি অগ্রশ্রাবক উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁকে ধর্ম সেনাপতিও বলা হয়। অপরদিকে, মৌদগল্যায়ন রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল মোগ্গলী। সারিপুত্রের সঙ্গে মৌদগল্যায়নও একই দিনে বৃন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কর্মগুণে তিনিও অগ্রশ্রাবক উপাধি লাভ করেন। তিনি অসীম জ্ঞান এবং অসাধারণ ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। কর্মগুণে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা অনুশীলন আমাদের করা উচিত।

- ১৪। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

- ১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

- ১৬। পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং সারিপুত্র খেঁর ও মৌদগল্যায়ন খেঁর'র জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন গঠনের উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী'র পরিচয়

শিখনফল

২.১.৩ থের-থেরী জীবন ও উপদেশবাণী জেনে সদাচার, সত্যতা, পরমতসহিষ্ণুতা অনুশীলন করতে পারবে।

উপকরণ: থেরী বা ভিক্ষুণীর ছবি

বিষয়বস্তু

উৎপলবর্ণা থেরী: উৎপলবর্ণা বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 'উৎপল' শব্দের অর্থ নীলপদ্ম। গায়ের বর্ণ বা রং নীল পদ্মের মতো ছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় উৎপলবর্ণা। তিনি রূপে-গুণে ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশের রাজা, মহারাজা এবং শ্রেষ্ঠীর পুত্র বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতেন। একজনকে বিবাহ দিলে অন্যজন ক্ষুব্ধ হবেন। ফলে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে অনেক লোক মারা যাবে। পিতা এরূপ চিন্তা করে কন্যাকে বললেন, 'মা, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে কি?' তাঁর ছিল অতীত জন্মের সঞ্চিত পুণ্যফল। উৎপলবর্ণা পিতাকে সানন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুণীব্রত পালন করতে থাকেন এবং কঠোর ধ্যান সাধনা করে অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনি অসীম ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর কর্মগুণের স্বীকৃতি স্বরূপ বুদ্ধ তাঁকে 'অগ্রশ্রাবিকা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করেন।

উৎপলবর্ণা থেরীর উপদেশ: জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়।

ক্ষেমা থেরী: ক্ষেমা গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধ রাজ্যের সাগল নগরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন এবং সর্বদা রূপের অহংকার করতেন। মগধরাজ বিহিসারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজা বিহিসার বুদ্ধের খুব ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি ক্ষেমাকে বুদ্ধের নিকট নিয়ে যান। বুদ্ধ তাঁকে রূপের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দান করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ক্ষেমার অহংকার দুরীভূত হয়। অতঃপর তিনি সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্ষেমা থেরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সাধনা করে তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধ তাঁকেও 'অগ্রশ্রাবিকা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ক্ষেমা থেরীর উপদেশ: তৃষ্ণার বিনাশ হলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখুন।

- ৩। ধর্মীয় মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় জানার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং বিষয়ভিত্তিক পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - কে কে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন জান?
 - তারা কেন অগ্রশ্রাবিকা উপাধি লাভ করেছিলেন?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনুন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয় বা অপারগ হয়, তাহলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থার জন্য অগ্রবর্তী এক বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনুন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন:

“আজকে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিক উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী’র পরিচয় সম্পর্কে জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী’র জীবন সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

শিক্ষক পাঠটি পড়ে শুনাবেন বা উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী সম্পর্কে আলোচনা করবেন। অতঃপর উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী’র জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাজ করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: ছক পূরণ

- ৮। শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন:
 - উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী’র পরিচয় দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৪-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ একজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সত্যিখন্দের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন

- উৎপলবর্ণা থেরী কোথায় কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
- কেন তাঁর নাম উৎপলবর্ণা রাখা হয়েছিল?
- কারা রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন?
- পিতা কেন তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে বলেছিলেন?
- প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তিনি কী লাভ করেন?
- তিনি কী উপাধি লাভ করেছিলেন?
- তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

পুনরায়,

- ক্ষেমা থেরী কোথায় এবং কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
- তিনি কীসের অহংকার করতেন?
- কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল?
- বুদ্ধের কোন উপদেশ শুনে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?
- প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি কী লাভ করেছিলেন?
- তাঁর উপাধি কী ছিল?
- তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

১৩। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১৪। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক বোর্ডে নিচের ছকটি অঙ্কন করবেন এবং ছকে প্রদর্শিত বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করে ছক পূরণ করবেন

থের/অগ্রাধিক	মাতার নাম	জন্মস্থান ও গ্রাম	পরিবার/ বংশপরিচয়	উপাধি	উপদেশ
উৎপলবর্ণা থেরী					
ক্ষেমা থেরী					

১৫। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

- আজ আমরা উৎপলবর্ণা থেরী ও ক্ষেমা থেরী সম্পর্কে জানলাম। বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠ পরিবারে উৎপলবর্ণা থেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার উপদেশ অনুসরণ করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ভিক্ষুগীব্রত পালন করতে থাকেন এবং কঠোর ধ্যান সাধনা করে অর্হতুফল লাভ করেন। কর্মজগতের স্বীকৃতি স্বরূপ বুদ্ধ তাঁকে ‘অগ্রাধিকা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর উপদেশ ছিল: ‘জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়।’

অপরদিকে, ক্ষেমা থেরী গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধ রাজ্যের সাগল নগরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ক্ষেমা থেরী নামে পরিচিতি লাভ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর সাধনা করে তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁকেও 'অগ্রশ্রাবিকা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর উপদেশ ছিল: 'তৃষ্ণার বিনাশ হলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।'

১৬। শিক্ষার্থীদেরকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৮। পরবর্তী পাঠে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং অগ্রশ্রাবিকাদের মহান ত্যাগময় জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন গঠনের উপদেশ দিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

বৌদ্ধ থের-থেরী

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.১ বৌদ্ধ ধর্মীয় কয়েকজন ব্যক্তির জীবনী ও উপদেশ জেনে তাঁদের সং গুণাবলি অনুসরণে উৎসাহী হতে পারা।	PI-6	08.02.01.06 বৌদ্ধ থের-থেরীদের জীবনী ও উপদেশের মাধ্যমে তাঁদের সং গুণাবলি নিজ জীবনে অনুসরণে উৎসাহী হতে পারছে।	বৌদ্ধ থের- থেরীদের জীবনী ও উপদেশের মাধ্যমে তাঁদের সং গুণাবলি অনুসরণে আগ্রহী হতে পেরেছে।	বৌদ্ধ থের- থেরীদের জীবনী ও উপদেশ সম্পর্কে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সং গুণাবলি অনুসরণে উৎসাহী হতে পেরেছে।	বৌদ্ধ থের- থেরীদের জীবনী ও উপদেশের মাধ্যমে তাঁদের সং গুণাবলি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যেকোনো পরিবেশে নিজ জীবনে অনুসরণে উৎসাহী হতে পেরেছে।

সপ্তম অধ্যায়

পূজা ও উৎসব

এ অধ্যায়ে যা আছে—

- বৌদ্ধদের কয়েকটি পূজা ও উৎসবের নাম
- পূজা করার নিয়মাবলি
- বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব
- অন্যান্য প্রধান তিনটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, কয়েকটি উৎসব ও অনুষ্ঠান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ বৌদ্ধ আচার-উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হতে পারা এবং অন্যান্য ধর্মের পূজা-উৎসবের নাম জেনে বলতে পারা।

শিখনফল

- ৪.১.১ বৌদ্ধদের কয়েকটি পূজা ও উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৪.১.২ পূজার নিয়মাবলি বলতে পারবে।
- ৪.১.৩ বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বর্ণনা করতে পারবে।
- ৪.১.৪ অন্যান্য প্রধান তিনটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, কয়েকটি উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৪.১.৫ পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল জেনে নিজ ও অন্যান্য ধর্মের উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৪

পাঠ: ১

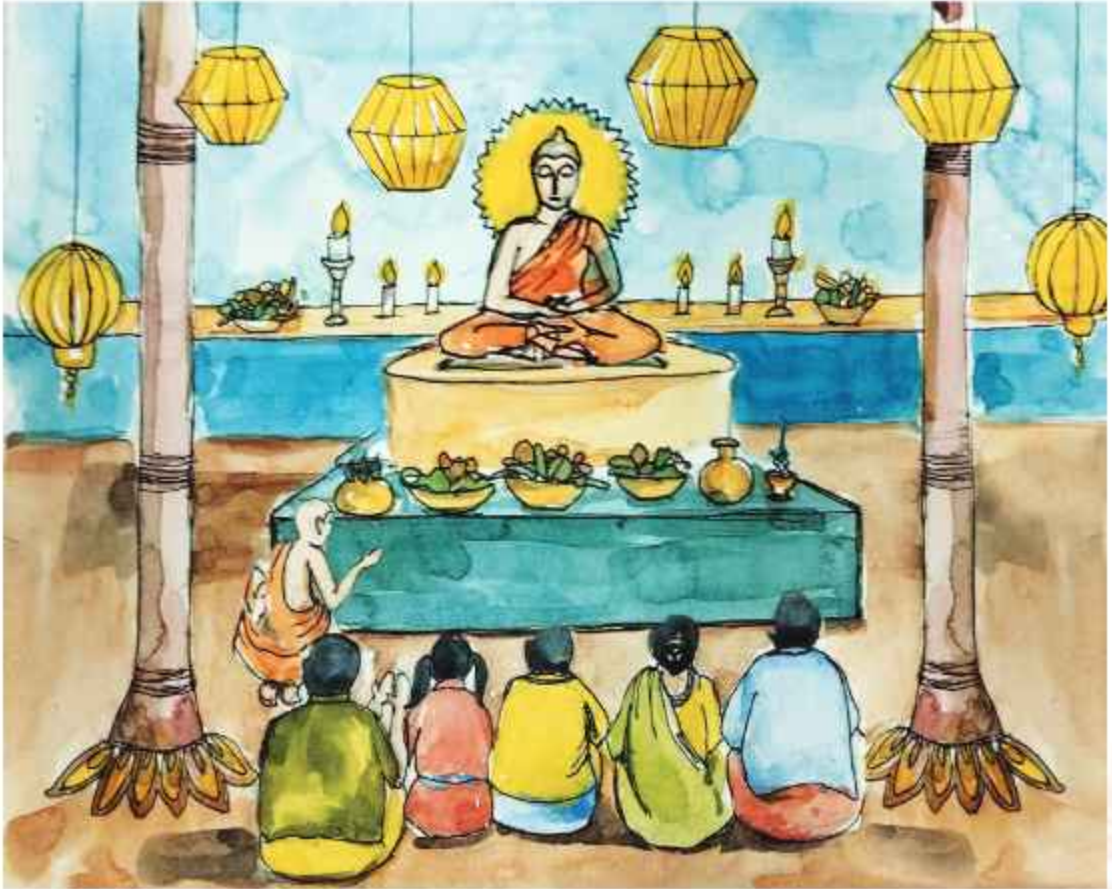
পাঠের শিরোনাম: বৌদ্ধদের পূজা ও উৎসব পরিচিতি

শিখনফল

৪.১.১ বৌদ্ধদের কয়েকটি পূজা ও উৎসব সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: উপকরণসহ শ্রদীপ, ধূপপূজা, ফানুস উত্তোলন, কঠিন চীবর দান প্রভৃতির ছবি ও ভিডিও

বিষয়বস্তু: প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নানা রকম ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করেন। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে এ সকল উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বৌদ্ধরাও নানা রকম পূজা, উৎসব এবং অনুষ্ঠান পালন করেন।



চিত্র-১৩: বিহারে উপাসক-উপাসিকাদের পূজায় যোগদান

বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো: বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ে পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দানোৎসব। উৎসবের পাশাপাশি বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন রকম পূজা অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এসব পূজার মধ্যে পুষ্পপূজা, শ্রদীপপূজা, পানীয়পূজা, আহারপূজা, ধূপপূজা অন্যতম।

১২। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের ছকটি অঙ্কন করে ছকে বর্ণিত প্রশ্নগুলো করবেন। অন্যদের দ্বারা উত্তরগুলোর সত্যতা যাচাই করবেন এবং উত্তরগুলো লিখে তালিকা তৈরি করবেন:

পূজা	উৎসব
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

১৩। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

- আজ আমরা জানলাম: বৌদ্ধরা প্রতিদিন বুদ্ধকে পুষ্প, প্রদীপ, ধূপ, পানীয়, আহার দিয়ে পূজা করেন। বৌদ্ধদের ধর্মীয় কয়েকটি উৎসব হলো: বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ে পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মায়ী পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দানোৎসব।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং পূজা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ২

পাঠের শিরোনাম: প্রদীপপূজা ও ধূপপূজা

শিখনফল

৪.১.২ পূজার নিয়মাবলি বলতে পারবে।

উপকরণ: উপকরণসহ প্রদীপ ও ধূপপূজার ছবি, ভিডিয়ো

বিষয়বস্তু: প্রদীপপূজা ও ধূপপূজা সাধারণত সন্ধ্যায় করা হয়। মোমবাতি বা মাটির ছোটো পাত্রে তৈল-সলিতা জ্বালিয়ে প্রদীপপূজা এবং আগরবাতি বা ধূপ জ্বালিয়ে ধূপপূজা করা হয়। প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে। বুদ্ধ জ্ঞানের আলো জ্বলে ত্রিলোকের অন্ধকার দূর করেছে। প্রদীপের আলোর ন্যায় জীবনও ক্ষণস্থায়ী। বুদ্ধের গুণাবলি এবং জগতের অনিত্যতা স্মরণ করে প্রদীপপূজা করা হয়। অপরদিকে ধূপের সুবাস চারিদিকে সুবাসিত করে। ধূপের সুবাসের মতো কুশল কর্মের ফল সর্বত্র বিরাজ করুক এ কামনায় ধূপপূজা করা হয়। প্রদীপপূজার মতো ধূপপূজায়ও বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করে প্রার্থনা করা হয়।



চিত্র-১৪: প্রদীপপূজা ও ধূপপূজায়রত গৃহীরা

প্রদীপ ও ধূপপূজা করার নিয়ম আছে। প্রথমে হাত-মুখ ধুয়ে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়। এরপর বাসায় বৃন্দেহর আসনে এবং বিহারে বাতি জ্বালানোর নির্দিষ্ট বেদীতে মোমবাতি এবং আগরবাতি জ্বালিয়ে ত্রিভঙ্গ বন্দনা করতে হয়। এরপর ভক্তিচিন্তে প্রদীপপূজা ও ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করতে হয়। প্রদীপপূজা ও ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা পৃথক পৃথকভাবে আবৃত্তি করতে হয়। এখানে প্রদীপপূজা ও ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হলো:

প্রদীপপূজার উৎসর্গ গাথা

‘ঘন সারঙ্গ দিগেন দীপেন তমধংসিনা

তিলোকদীপং সমুদ্রং পূজয়ামি তমোদুং।’ – তিনবার

বাংলা অনুবাদ: ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ যেমন অন্ধকার দূর করে। সেরূপ ত্রিলোকের অজ্ঞানতা বিনাশকারী সর্বজ্ঞ বৃন্দকে পূজা করছি।

ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা

‘গন্ধ সম্ভার যুগেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা

পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজা ভাজন মুদ্রমং।’ – তিনবার

বাংলা অনুবাদ: আমি গন্ধ সম্ভার যুক্ত এই সুগন্ধ ধূপ দ্বারা পূজনীয়দের মধ্যে উত্তম পূজনীয়কে পূজা করছি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ১ পিরিয়েডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - তোমরা বাড়িতে কোনো পূজা করো কী?
 - কী কী পূজা করো এবং কীভাবে করো?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন

“আজ আমরা প্রদীপ ও ধূপপূজা করার নিয়ম এবং উৎসর্গ গাথা জানব। প্রদীপ ও ধূপপূজার নিয়ম কী? প্রদীপ ও ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।”

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- প্রদীপপূজা ও ধূপপূজা নিয়মাবলি সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে প্রদীপ ও ধূপপূজার ছবি, প্রদীপপূজা ও ধূপপূজার উৎসর্গ গাথা (বড়ো করে লেখা) বুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শোনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: ভূমিকাভিনয়

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। প্রদীপ ও ধূপপূজার নিয়ম বর্ণনা করবেন।
- ১০। প্রদীপ ও ধূপপূজার গাথা শ্রুতি করে আবৃত্তি করে শোনাবেন।
- ১১। গাথা আবৃত্তি করে কীভাবে প্রদীপ ও ধূপপূজা করতে হয় তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাবেন।
- ১২। নির্দেশনা অনুসারে প্রত্যেক দলকে কাজটি করতে বলবেন। কাজটি করার জন্য ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১৩। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১৪। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১৫। উপস্থাপনের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের মতামত দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করাবেন।
- ১৬। অতঃপর পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন
 - আজ আমরা জানলাম: হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূপপূজা করা হয়। মোমবাতি বা মাটির ছোটো পাত্রে তৈল-সলিতা জ্বালিয়ে প্রদীপপূজা এবং আগরবাতি বা ধূপ জ্বালিয়ে ধূপপূজা করা হয়। গাথা আবৃত্তি করে প্রদীপ ও ধূপপূজা উৎসর্গ করতে হয়।
- ১৭। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নগুলো করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দেবেন, উত্তর শোনবেন এবং যাচাই করবেন।
- ১৮। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশিকার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৯। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূপপূজা করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠের শিরোনাম: বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা

শিখনফল

৪.১.৩ বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের ছবি (এক সঙ্গে) এবং প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসবে ফানুস উড়ানোর ছবি বা ভিডিও

বিষয়বস্তু: বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অতি পবিত্র ধর্মীয় উৎসব। এর অপর নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যু) গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই তিনটি ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল।



চিত্র-১৫: প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানোর দৃশ্য

তাই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়। এটি বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধরা দানীয় সামগ্রী নিয়ে বিহারে গমন করেন। বুদ্ধকে নানা উপকরণ দিয়ে পূজা করেন। ত্রিভুজের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা করেন। ধ্যান করেন। গৃহীরা পঙ্কশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় বুদ্ধের জীবন ও ধর্মবাণী আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা ও প্রদীপপূজা হয়। রাতে বুদ্ধ কীর্তনের আয়োজন করা হয়। এদিন সরকারি ছুটির দিন। তাই স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। ফলে বৌদ্ধরা মিলেমিশে বিহারে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করেন এবং আনন্দ সহকারে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব পালন করেন। অপরদিকে, আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিনমাস বর্ষবাস ব্রত পালন শেষ হয় এবং তার পরের দিন থেকে কঠিন চীবর দানোৎসব আরম্ভ হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়। প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসংঘকে মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম প্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার মত এদিনও ছোটো-বড়ো সকলে নানা দান সামগ্রী নিয়ে বিহারে যায় এবং বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো ধর্মীয় আচার পালন করেন। শীল গ্রহণ করেন। ধ্যান সমাধি করেন। এদিন বিহার ও গ্রাম নানা বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। বিহারের চারপাশে নানা মেলা বসে। বিকেলে বিহারে ধর্মসভা হয়। সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা এবং প্রদীপপূজা হয়। সন্ধ্যায় বিহার প্রাঙ্গণে ফানুস উড়ানো এ পূর্ণিমার প্রধান আকর্ষণ। নানা আকার ও নানা বর্ণের ফানুস উড়ানো হয়। এদিন সন্ধ্যা-রাতের আকাশ ফানুসে ফানুসে ভরে যায়। দেখতে অপূর্ব লাগে। এদিন শুধু বৌদ্ধরা নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও ফানুস উড়ানোর অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সন্ধ্যা-রাতে বিহার প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং ফানুস উড়ানোতে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও ফানুস উড়ানোর উৎসবে অংশগ্রহণ করাতে মনে হয় যেন এটা সকলের উৎসব। তাই বলা হয় “ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।”

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ২ পিরিয়াডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করবেন
 - গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ কোন পূর্ণিমায় হয়েছিল জান কী?
 - কোন পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানো হয় জানো কী?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজ আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে জানব। বুদ্ধ পূর্ণিমা কি? বুদ্ধ পূর্ণিমা কেন উদযাপন করা হয়? প্রবারণা পূর্ণিমা কি? প্রবারণা পূর্ণিমা কেন উদযাপন করা হয়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।”

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন

- বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: চিত্রাঙ্কন

বোর্ডে ফানুস উড়ানোর ছবি কুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন এবং অঙ্কন করতে বলবেন। ছবিটি অঙ্কনের জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন। ছবি সম্পর্কে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিন। যেমন: বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বিহারের কী কী করা হয় সে সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৩-৫ মিনিট সময় দিন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। নিচের ছকটি বোর্ডে অঙ্কন করবেন। এরপর প্রত্যেক দলকে প্রশ্ন করে উত্তরগুলো বোর্ডের ছকে লিখে তালিকা তৈরি করবেন। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন।

তালিকা	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

১৩। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

আজ আমরা জানলাম: বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রবারণা পূর্ণিমা দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৌদ্ধরা শ্রদ্ধা সহকারে পূর্ণিমা দুটি পালন করেন।

১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিবেন, উত্তর শোনবেন এবং যাচাই করবেন।

১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমায় বাড়িতে এবং বিহারে গিয়ে ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ৪

পাঠের শিরোনাম: অন্যান্য তিনটি প্রধান ধর্মের পরিচয়

শিখনফল

৪.১.৪ অন্যান্য প্রধান তিনটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, কয়েকটি উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.৫ পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল জেনে নিজ ও অন্যান্য ধর্মের উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ: বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, উৎসব ও পূজা-অর্চনার ছবি, ভিডিও

বিষয়বস্তু: বৌদ্ধধর্মের ন্যায় আরো তিনটি প্রধান ধর্ম আছে। সেই তিনটি ধর্ম হলো: ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা:)। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মুসলিম বলা হয়। হিন্দু ধর্মের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম প্রবর্তক নেই। হিন্দু ধর্ম হচ্ছে যুগে যুগে জন্মগ্রহণকৃত ঋষি মহাঋষিদের চিন্তালব্ধ জ্ঞান। হিন্দুধর্মের অনুসারীদের হিন্দু বলা হয়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন যীশু খ্রিস্ট। খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের খ্রিস্টান বলা হয়। মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'আল কোরআন'। 'শ্রীমদ্ভগবদ গীতা' হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'বাইবেল'। মুসলিমদের উপাসনালয়কে মসজিদ, হিন্দুদের উপাসনালয়কে মন্দির এবং খ্রিস্টানদের উপাসনালয়কে চার্চ বা গির্জা বলে।



চিত্র-১৬: মসজিদ, মন্দির এবং গির্জা

বৌদ্ধরা যেমন ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করেন তেমনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করেন। মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো “ঈদ-উল-ফিতর” বা ‘ঈদ’, ‘ঈদ-উল-আজহা’ বা ‘কোরবানি’ এবং ‘ঈদ-এ-মিলাদুন নবী’। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ‘দুর্গাপূজা’, ‘সরস্বতী পূজা’ ও ‘জন্মাষ্টমী’। খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ‘বড়োদিন’ ও ‘ইস্টার সানডে’। আমাদের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের লোক শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করে। একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে এবং ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে। একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করলে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মিত্রতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজ ধর্ম, ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠানকে ভালোবাসে। তাই নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যের ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি: পাঠটি ১ পিরিয়ডে শেষ করবেন

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাস করবেন
 - তোমাদের গ্রাম বা মহল্লায় কোন কোন ধর্মের লোক বাস করে?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তিন-চারজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন।
কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজ আমরা বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম সম্পর্কেও জানব।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নগুলো লিখবেন
 - বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্যধর্ম সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা ঝাটানো/ধারণা চিত্র

শিক্ষক বোর্ডে মসজিদ, মন্দির, গির্জা এবং মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের উৎসবের ছবি ঝুলাবেন বা মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪-৫ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২-৩ জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর বলে দিন।

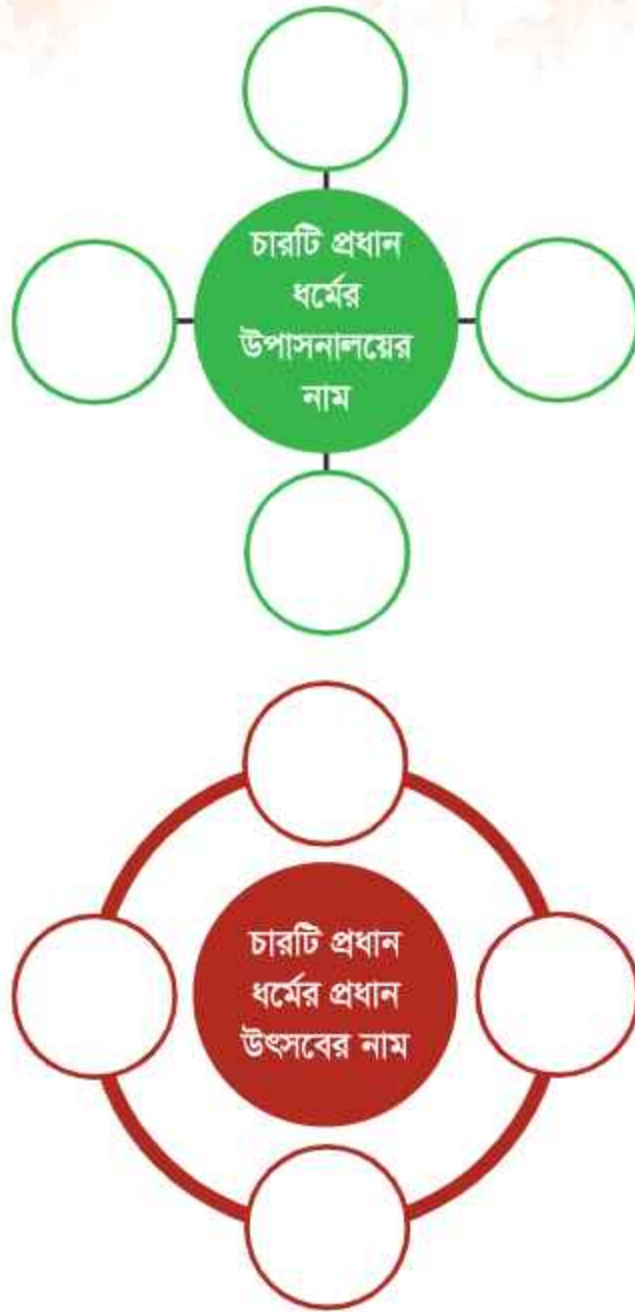
বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: ছক পূরণ

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। যেমন: 'ছবিগুলো কিসের? ছবিতে কী দেখানো হয়েছে?' মন্দির কোন ধর্মের উপাসনালয়? মসজিদ ও গির্জায় কোন ধর্মের লোক যায়? হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের নাম কী? হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী কী? ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল কী? অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে কেন আমরা যোগদান করব? ইত্যাদি দলে আলোচনা করতে বলবেন। ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। নিচের ছকগুলো বোর্ডে অঙ্কন করবেন। এরপর বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে উত্তর জানবেন। এক দলের উত্তরের সত্যতা অন্য দলকে দিয়ে যাচাই করাবেন। এরপর ছকে উত্তরগুলো লিখবেন।





১৩। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন:

আজ আমরা জানলাম: চারটি প্রধান ধর্ম আছে। যথা: ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ, উপাসনালয় ও উৎসব আছে। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া সকলের উচিত।

- ১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর প্রদানের জন্য সময় দিন, উত্তর শুনবেন এবং যাচাই করবেন।
- ১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিজের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করে এবং নিজের এবং অন্য ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

পূজা ও উৎসব

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৪.১ বৌদ্ধ আচার- উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হতে পারা এবং অন্যান্য ধর্মের পূজা- উৎসবের নাম জেনে বলতে পারা।	PI-7	08.02.01.07 বৌদ্ধ আচার- উৎসবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে এবং অন্যান্য ধর্মের পূজা- উৎসবের নাম আয়ত্ত করে বলতে পারছে।	বৌদ্ধ আচার- উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে অন্যান্য ধর্মের উৎসব সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে পেরেছে।	বৌদ্ধ আচার- উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজ ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে অন্যান্য ধর্মের পূজা- উৎসবের নাম বলতে পেরেছে।	বৌদ্ধ আচার- উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মাচরণে শ্রদ্ধাশীল হয়ে অন্যান্য ধর্মের পূজা-উৎসবের নাম ও পরিচয় বর্ণনাসহ বলতে পেরেছে।

অষ্টম অধ্যায়

বুন্দ্ব ও প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে যা আছে-

- প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুন্দ্বের উপদেশ।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় জাতকের শিক্ষা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ বুন্দ্বের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসতে পারা

শিখনফল

- ৫.১.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবে।
- ৫.১.২ জাতকের শিক্ষার আলোকে মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
- ৫.১.৩ জাতকের শিক্ষার আলোকে বৃক্ষ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
- ৫.১.৪ প্রকৃতি ও জীবজগত সুরক্ষায় বুন্দ্বের উপদেশ বলতে পারবে।
- ৫.১.৫ জাতকের উপদেশ জেনে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১

পাঠ শিরোনাম: প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ

শিখনফল

৫.১.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ জাতকের শিক্ষার আলোকে মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি, প্রাকৃতিক পরিবেশ নাটকের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনার অভিনয়-ভিডিও

বিষয়বস্তু: সাধারণত, পৃথিবীতে প্রকৃতিজাত সকল প্রকার জীব, জড় পদার্থ, জলবায়ু এবং আবহাওয়া নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয় তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মানুষের বেঁচে থাকা, সুখ-দুঃখ, উন্নতি এবং বিপর্যয় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর হলে মানুষ সুখে বসবাস করতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নানা কারণে বিনষ্ট হতে পারে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা এবং মলমূত্র ত্যাগ; নদ-নদী ভরাট; পানি ও বায়ুদূষণ এবং গাছপালা, বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে পারে।



চিত্র-১৭: প্রাকৃতিক পরিবেশ নাটকের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা

প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হলে পৃথিবীতে রোগব্যাধি, মহামারি, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, বাসস্থান ও পানীয় জলের সংকটসহ নানা রকম দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবের জীবন মহাসংকটে পতিত হয়। এমন কি পৃথিবীও ধ্বংস হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলের উচিত প্রকৃতির যত্ন নেওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাস করতে পারেন
 - প্রকৃতির মাঝে তোমরা কী কী দেখতে পাও?
 - মানুষ প্রকৃতি হতে কী কী উপকার লাভ করে?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - “আজ আমরা মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জানব। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কীরূপ? কী কী কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়? এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হলে কী কী দুর্যোগ সৃষ্টি হয়? প্রভৃতি আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানব।”
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আমরা কী জানি?

একক কাজ: মাথা খাটানো

প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্টের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের ছবি বোর্ডে বা মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। এরপর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কী কী উপকার করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হলে মানুষের কী কী অসুবিধা হতে পারে প্রভৃতি ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করুন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন।
- ৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন:
প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণ কী? প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হলে কী কী দুর্যোগ সৃষ্টি হয়? দলে আলোচনা করতে বলুন। ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সত্যিখন্দের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করতে পারেন
 - প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণ কী কী এবং এর ফলে কী কী দুর্যোগ সৃষ্টি হয়?
- ১৩। শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে নিম্নে নির্দেশিত ছক অনুযায়ী ২টি তালিকা তৈরি করবেন:

প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণ	প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

- ১৫। তালিকার সত্যতা যাচাই করে সত্য বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে বলতে বলবেন।
- ১৬। এরপর পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন
আজ আমরা জানলাম: মানুষের জীবন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাভাবে বিনষ্ট হলে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। তাই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন নেওয়া উচিত।
- ১৭। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।
- ১৮। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৯। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ২

পাঠ শিরোনাম: প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ

শিখনফল

৫.১.৪ প্রকৃতি ও জীবজগত সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ বলতে পারবে।

উপকরণ: চারটে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ প্রদর্শন

বিষয়বস্তু: বুদ্ধ মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বহু উপদেশ দান করেছেন। নিচে বুদ্ধের কয়েকটি উপদেশ তুলে ধরা হলো:

- ১। মানুষের অসংযত আচরণ এবং লোভের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। তাই সকলের সংযত আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ও নির্লোভ জীবনযাপন করা উচিত।
- ২। প্রাণী, অস্ত্র, বিষ এবং মাদকদ্রব্য বাণিজ্যের কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। তাই এরূপ ক্ষতিকর বাণিজ্য পরিহার করা উচিত।
- ৩। গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, বনাঞ্চল প্রভৃতি ধ্বংস এবং নদ-নদী ভরাটের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে। এরূপ কর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত।
- ৪। উদ্ভিদ, পানি এবং উন্মুক্ত স্থানে ধুতু, মলমূত্র, আবর্জনা ত্যাগের কারণেও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়। এরূপ মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা উচিত। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ! মৌমাছি যেমন ফুলের ক্ষতি না করে মধু আহরণ করে, তেমনি প্রকৃতি বিনষ্ট না করে লোকালয়ে বসবাস করবে।' বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে প্রকৃতি এবং পরিবেশের যত্ন নিলে সকল মানুষ সুখে বসবাস করতে পারবে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন নেওয়া সকলের উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাস করতে পারেন
 - কী কী কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হতে পারে?
- ৪। শিক্ষার্থীর উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ সম্পর্কে জানব। প্রাকৃতিক পরিবেশ

সুরক্ষায় বৃক্ষ কী কী উপদেশ দিয়েছেন? আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন। আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রশ্নটির উত্তর জানব।

৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন

- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষ কী কী উপদেশ দিয়েছেন?

একক কাজ: মাথা খাটানো

‘প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার উপায়’ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: তালিকা তৈরি

৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।

৯। কাজটি কীভাবে করবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন -

- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের উপদেশ সম্পর্কে তোমরা কী জান? দলে আলোচনা করতে বলবেন। আলোচনার জন্য ৩-৫ মিনিট সময় দেবেন।

১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলবেন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করতে পারেন

- বৃক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য কীরূপ জীবনযাপন করতে বলেছেন? কী পরিহার এবং কী হতে বিরত থাকতে বলেছেন?

১৩। উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

১৪। শিক্ষক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে নিম্নরূপ ছকে তালিকা তৈরি করবেন:

প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.
- ৫.

১৫। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

আজ আমরা জানলাম: মানুষের অসংযত আচরণ এবং লোভের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। তাই সকলের সংযত আচরণ, পরিচ্ছন্ন ও নির্লোভ জীবনযাপন করা উচিত। এছাড়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হয় এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

১৬। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।

১৭। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

১৮। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করার উপদেশ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ: ৩

পাঠ শিরোনাম: প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় জাতকের শিক্ষা

শিখনফল

৫.১.৩ জাতকের শিক্ষার আলোকে বৃক্ষ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।

৫.১.৫ জাতকের উপদেশ জেনে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ: প্রাকৃতিক পরিবেশের (ফলজ ও ঔষধি গাছ আছে এরূপ) ছবি, অডিয়ো-ভিডিও



চিত্র-১৮: ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষ

বিষয়বস্তু

ক) পিচুমন্দ জাতক: অতীতে একসময় গৌতম বুদ্ধ বৃক্ষ দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি শাশান বনে এক নিম বৃক্ষের নিচে বাস করতেন। একদিন এক চোর চুরি করে এসে নিম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নেয়। তাঁকে ধরার জন্য রাজ প্রহরীগণ খুঁজতে লাগলেন। তখন চোরদের নিম কাঠের শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়ার নিয়ম ছিল। চোরকে দেখে বৃক্ষদেবতা ভাবতে লাগলেন, “রাজপ্রহরী এসে এই চোরকে ধরবে, নিম বৃক্ষের ডাল কেটে শূল প্রস্তুত করবে এবং সেই শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দিবে। এতে বনজাত বৃক্ষ নষ্ট হবে। বনজাত বৃক্ষ নষ্ট হলে প্রকৃতি নষ্ট হবে। মৃতদেহ হতে পাচাঙ্ক বের হয়ে পরিবেশ দূষিত হবে। যদি প্রকৃতি নষ্ট এবং পরিবেশ দূষিত হয় তাহলে প্রাণিকুল কষ্ট পাবে।” এই ভেবে তিনি চোরকে বললেন, “তুমি যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তাহলে রাজ প্রহরী আসার আগেই এখান থেকে পলায়ন করো।” বৃক্ষ দেবতার কথা শুনে চোর অন্যত্র পালিয়ে গেল। প্রহরীগণ এসে চোরকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে চলে গেল। ফলে বৃক্ষগুলো রক্ষা পেল।

মর্মকথা: প্রকৃতি নষ্ট এবং পরিবেশ দূষিত হলে প্রাণিকুল কষ্ট পায়।

খ) মিতচিন্তি জাতক: অতীতে একদা গৌতম বৃন্দ মৎস্য রূপে জন্মগ্রহণ করে বনাঞ্চল ঘেরা নির্জনস্থানের এক নদীতে বাস করতেন। তখন তাঁর নাম ছিল মিতচিন্তি। সেই নদীতে বহুচিন্তি এবং অল্পচিন্তি নামে আরো দুটি মৎস্য বাস করত। তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এবং সেখানে তারা মহাসুখে বাস করত। একদিন তারা অন্য এক নদীতে এসে পড়ে। সেই নদীর চারিদিকে অসংখ্য মানুষ বাস করত এবং স্থানটি ছিল কোলাহলপূর্ণ। এতে ভীত হয়ে মিতচিন্তি বন্ধুদের বললেন, “লোকালয়ের নিকটবর্তী স্থান বিপদজনক। চল আমরা অন্য স্থানে চলে যাই।” কিন্তু বহুচিন্তি এবং অল্পচিন্তি ছিল অলস এবং খাবারের প্রতি তাদের খুব লোভ ছিল। একদিন নিষেধ অমান্য করে খাবারের লোভে তারা কোলাহলপূর্ণ স্থানে গমন করলে এক জেলের জালে আটকা পড়ে। তখন মিতচিন্তি কৌশল করে অনেক কষ্টে তাদের রক্ষা করে বললেন, “এ স্থান মনুষ্যপূর্ণ, এখানে বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নেই। পরিবেশ বসবাসের উপযোগী না হলে জীবন বিপদগ্রস্ত হয়।” মিতচিন্তির কথা শুনে তারা পূর্বের অরণ্যঘেরা নদীতে ফিরে গেল এবং সুখে বসবাস করতে লাগল।

মর্মকথা: পরিবেশ বসবাসের উপযোগী না হলে জীবন বিপদগ্রস্ত হয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ২। তারপর বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও আজকের পাঠের শিরোনাম লিখবেন।
- ৩। পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন
 - তোমরা জাতক শুনেছ কি?
 - জাতক মানুষকে কী শিক্ষা দান করে?
- ৪। শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার জন্য ৩-৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি উত্তর না দেয়, তাহলে যেকোনো একজন বা দুজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- ৫। শিক্ষার্থীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন।
- ৬। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন
 - আজকে আমরা জাতকের শিক্ষার আলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবজগতকে কীভাবে ভালোবাসা যায় তা জানব। পিচুমন্দ এবং মিতচিন্তি জাতক আজকের মূল পাঠ্য বিষয়।
- ৭। বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন
 - প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবজগতকে ভালোবাসার জন্য পিচুমন্দ এবং মিতচিন্তি জাতক কী শিক্ষা দান করে?

একক কাজ: মাথা খাটানো

‘মানুষ কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে পারে’ - এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ২-৩ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে

৩-৪ জনের উত্তর শুনবেন। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক জনের মতামত শুনবেন। কেউ উত্তর দিতে না পারলে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা: একক ও দলগত কাজ চলাকালে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন।

দলগত কাজ: জাতক বলা/গল্প বলা

- ৮। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন।
- ৯। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শোনার আদেশ দিয়ে জাতক দুটি পাঠ করে শুনাবেন। এরপর ৩-৪ মিনিট সময় দিয়ে জাতক দুটি নিজেদের মত করে উপস্থাপনের জন্য দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- ১০। দলগত কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।
- ১১। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।
- ১২। দলের উত্থাপিত মতামতের পক্ষে/বিপক্ষে অন্যদের যুক্তি দিতে বলুন এবং তা সতীর্থদের দিয়ে যাচাই করাবেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রশ্ন করতে পারেন
 - পিচুমন্দ জাতক ও মিতচিন্তি জাতক দুটি গল্পাকারে নিজের মতো করে কীভাবে বলবে?
- ১৩। পাঠের নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ পাঠ করে শোনাবেন

আজ আমরা জানলাম—

 - পিচুমন্দ জাতকের মর্মকথা: প্রকৃতি নষ্ট এবং পরিবেশ দূষিত হলে প্রাণিকুল কষ্ট পায়।
 - মিতচিন্তি জাতকের মর্মকথা: পরিবেশ বসবাসের উপযোগী না হলে জীবন বিপদগ্রস্ত হয়।
- ১৪। শিক্ষার্থীকে এবার মূল প্রশ্নটি করবেন, উত্তর শুনবেন এবং উত্তরের সত্যতা যাচাই করবেন।
- ১৫। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীকে নিচের মূল্যায়ন নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- ১৬। পরবর্তী পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

শিখনকালীন মূল্যায়ন
অধ্যায়ের শেষে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

বুদ্ধ ও প্রকৃতি

শিখন যোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক

[Performance Indicator (PI)]

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	PI নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.১ বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসতে পারা।	PI-8	08.02.01.08 বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসতে পারে।	বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসার আগ্রহ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে।	বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসা বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে।	বুদ্ধের উপদেশ ও জাতক কাহিনি পাঠে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেকোনো পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতকে ভালোবাসতে এবং যত্নশীল আচরণ করতে পেরেছে।

সমাপ্ত

স্ট্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

ক্রমিক নম্বর	স্ট্যান্ড	সংশ্লিষ্ট PI কোড
১	ধর্মীয় জ্ঞান	08.02.01.01 08.02.01.07 08.02.01.08
২	ধর্মীয় বিধি-বিধান	08.02.01.02 08.02.01.04
৩	ধর্মীয় মূল্যবোধ	08.02.01.03 08.02.01.04 08.02.01.05 08.02.01.06 08.02.01.07 08.02.01.08

বিশেষ দৃষ্টব্য: স্ট্যান্ড - পারদর্শিতার সূচক (PI) টেবিল- এর ব্যবহার বিধি পরবর্তীতে অনলাইন নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।